T@NBIR 01738359555

পিসি ট্রাবলশ্যুটিং

কেসিং খোলার হাতেখড়ি

নবীন কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা যদি এ থেকে উপকৃত হন তাহলে এই কষ্টের সার্থকতা।

যারা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখেন না তাদের জন্য এই পর্বটি। এখানে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোর সাথে এবং জানাব কিভাবে কেসিং খুলতে হয় তা।

* সাধারণত কেসিং-এর পেছনে এটি খোলার ২+২=৪টি স্ক্রু থাকে। কেসিং খোলার আগের পাওয়ার সাপ্লাই অফ করুন। মাদারবোর্ডের পেছন থেকে সব প্লাগ খুলে ফেলুন।

*সাধারণত সামনে থেকে কেসিংটাকে দেখলে এর বামপাশের অংশটি খুলতে হয়। এর পেছনে স্ক্রু দুটি খুলতে ভালো চারকোণা স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে আপনার। খোলা স্ক্রু সযত্নে রাখুন।

* স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে কেসিং-এর পাশ থেকে কভারটি আলাদা করে নিন। সাধারণত কভারটি পেছনদিকে কিছুটা স্লাইড করে খুলতে হয়।

*কেসিং খুলেছেন ? ভেতরে তাকান। মূল যে বড় সার্কিট বোর্ডটি দেখছেন তাই মাদারবোর্ড। আর পাওয়ার সাপ্লাই থাকে কেসিং এর উপরে পেছন দিকে। পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অনেকগুলো লাল, হলুদ, কালো বা নীল তার বের হয়ে আসে। এর কিছু সংযুক্ত মাদারবোর্ডে

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

কিছু বা সরাসরি অন্য হার্ডওয়্যারে যেমন- সিডি ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক।

* মাদারবোর্ডে প্রসেসর কোনটি তা বুঝতে এর কুলিং ফ্যান খুঁজে বের করুন। সাধারণত এটি মাদারবোর্ডের উপরে কিছুটা বামে থাকে। প্রসেসর ফ্যানের জন্য সরাসরি দেখা সম্ভব নয়।

*র‍্যাম সাধারণ প্রসেসরের ডানপাশে থাকে। মডেলভেদে ২-৪টি স্লট, লম্বাকৃতির।

* সাউন্ডকার্ড কোনটি বুঝতে হলে খুঁজে বের করুন স্পিকারের ইনপুট জ্যাক কোথায় লাগে সেই ডিভাইসটি।

* একইভাবে মনিটরের ক্যাবল দিয়ে জানতে পারবেন কোনটি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড।

* একই উপায়ে মডেম (টেলিফোনের তার), ল্যান কার্ড (ব্রন্ডব্যান্ড ইন্টারনেটের তার) খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি।

* চিকন চিকন লাল, হলুদ, কাল বা নীল তারগুলো পাওয়ার ক্যাবল। সাদা বা লাল চওড়া ক্যাবলগুলো ডাটা ক্যাবল।

* সাধারণ একটি পিসিতে কেসিং-এর পেছনে পাওয়ার কর্ড, মনিটর কর্ড, মাউস ও কী-বোর্ড, স্পিকার ইনপুট এগুলো প্রাথমিক অনুসঙ্গ যা সব পিসিতেই আছে।

http://tanbir.99k.org

* বিভিন্ন ক্যাবল আলাদা রকমের হওয়াতে সবচেয়ে বড় সুবিধা এক ধরনের কানেকশন আপনি ভুল করে চাইলেও অন্যটিতে লাগাতে পারবেন না ।

Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Web Site :: http://tanbir.99k.org

কম্পিউটার ব্যাটা চালুই হচ্ছে না!

এটিকে একটি পরিচিত সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। নিয়মিত কম্পিউটার চালু হয় না এমনটা বললে মনে হয় ভুল বলা হবে না। নতুন ব্যবহারকারীদের কাছে এই সমস্যার একটাই সমাধান। তা হচ্ছে বিক্রেতার শরণাপন্ন হয়ে অযথা পয়সা খরচ। দেখি তো আপনাকে বাঁচাতে পারি কিনা। নিচের কথাগুলো শুনুন মনোযোগ দিয়ে।

* পাওয়ার সুইচ অন করার পর সিস্টেমের ইন্টারনাল স্পিকার কয়টা আওয়াজ করলো খেয়াল করুন। যদি বীপ সংখ্যা এক হয় তার মানে কম্পিউটার ডিসপ্লে আউটপুট পাচ্ছে না।অথবা কীবোর্ড মাদারবোর্ডের সাথে ঠিক্মতো সংযুক্ত না হলেও এমনটা হতে পারে।

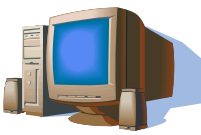
যদি একটি বড় বীপের পর দুটি ছোটো বীপ হয় তারমানে র‍্যাম পাচ্ছে না আপনার মাদারবোর্ড।র‍্যাম পরিবর্তন না স্লট পরিবর্তন করে দেখুন।

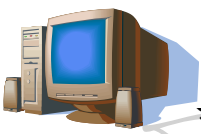
যদি একটি বড় বীপের পর তিনটি ছোট বীপ হয় তাহলে বুঝবেন নিশ্চিতভাবেই ডিসপ্লে বা গ্রাফিক্স আউটপুটের সমস্যা।

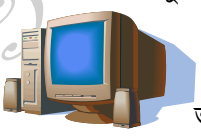
আর যদি একটা বড় বীপ তারপর চারটা ছোট বীপ হয় তারমানে আপনার মাদারবোর্ড বা গুরুত্বপূর্ণ কোন হার্ডওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা ঠিকমতো কাজ করছে না।

#তবে এর জন্য আপনার পিসিতে ইন্টারনাল স্পীকার কিন্তু থাকতে হবে।

অনেক মাদারবোর্ডে ইন্টারনাল স্পীকার বিল্ট-ইন থাকে।অন্যগুলাতে আলাদা লাগাবে হয়।সাধারনত কম্পিউটার কেনার সময় বিক্রেতাই এটি দিয়ে দেয় তবে অনেকসময় ভুলে তা ঠিকমতো লাগানো নাও থাকতে পারে।সেক্ষেত্রে

আপনার মাদারবোর্ডের বক্সে দেখুন স্পীকার পান কিনা।নইলে সময় করে বিক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে আসুন।বুঝতেই পারছেন কেন আমি এটাকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি।

* মনিটরের দিকে তাকান। এটি কি স্লীপ মোডে আছে ? অর্থাৎ এর লেড লাইট কি জ্বলছে নিভছে কিনা খেয়াল করুন। যদি তা না হয় অর্থাৎ লেড লাইট জ্বলেই থাকে এবং মনিটরে কিছু না কিছু দেখা যায় তাহলে আপনাকে অভিনন্দন। আপনার মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ঠিক আছে।সমস্যাটা ছোটোখাটো।নো টেনশন!

* 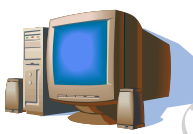 যদি পাওয়ার অন করাই সম্ভব না হয় তাহলে কেসিং খুলে দেখুন নিঃসন্দেহে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা। খোঁজার চেষ্টা করুন সমস্যাটা কোথায়।

* 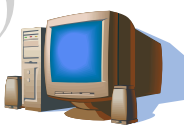 এবারে ধরুন মাদারবোর্ডের পাওয়ার লেড জ্বলছে কিন্তু কেসিংয়ের পাওয়ার বাটন চাপলেও পিসি রেসপন্স করছে না তখন বুঝতে হবে কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কোনো সমস্যা হবার কারণে এটি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ আউটপুট দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে অন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

* এবারেও কাজ হয়নি ? হতে পারে আপনার পাওয়ার সুইচেই

T@NB!R 01738359555

সমস্যা। অভিজ্ঞ কাজ জানা ব্যবহারকারীরা সম্ভব হলে মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে মাদারবোর্ডের পাওয়ার বাটন পিন দুইটি বের করে তা কোনোভাবে কন্টাক্ট করে দেখতে পারেন কাজ হয় কিনা। তবে অনভিজ্ঞরা এই কাজটি না করতে যাওয়াটাই ভালো।

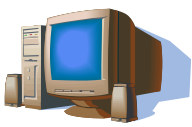

* পাওয়ার সংক্রান্ত সমস্যার আশাকরি সমাধান হলো। এবারও কম্পিউটার চালু হচ্ছে না ? তাহলে বুঝতে হবে র‍্যামের সমস্যা। র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে নতুবা অন্য র‍্যাম লাগিয়ে দেখুন।

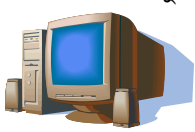

* কম্পিউটার বুট হলো ঠিকঠাক কিন্তু উইন্ডোজ লোডিং-এর আগেই আটকে গেছে ? তখন বুঝতে হবে আপনার হার্ডডিস্কের সমস্যা। হার্ডডিস্কের পাওয়ার ও ডাটা ক্যাবলের কানেকশন চেক করুন। সম্ভব হবে মাদারবোর্ডের যে কানেক্টরে ক্যাবলটি লাগানো তা পরিবর্তন করে দেখুন। এছাড়া এমনটি কি হচ্ছে কম্পিউটার ঠিকমতো চালু হচ্ছে হয়তো অপারেটিং সিস্টেমও লোড হচ্ছে তারপর ধুড়ুম করে পিসি বন্ধ হয়ে রিস্টার্ট করছে। এটি সম্ভবত প্রসেসরের কুলিং ফ্যান বা হিটসিংক ও প্রসেসরের কানেকশনের দুর্বলতার কারণে হচ্ছে। চেক করে দেখুন ফ্যান ঠিকমতো ঘুরছে কি-না বা ফ্যানসহ সবকিছু ঠিকমতো টাইট আছে কিনা। পারলে কুলিং ফ্যানসহ হিটসিংক খুলে আবারও লাগান।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

আর ধুড়ুম করে বন্ধ না হলে মানে একটু সময় নিয়ে সংকেত দিয়ে বন্ধ হওয়া মানে ভাইরাসের আক্রমণের শিকার আপনি।

#ধুড়ুম বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছি যে কম্পিউটার চলার সময় পাওয়ার চলে গেলে যেভাবে বন্ধ হয় সেরকম ঘটনা।

*

* 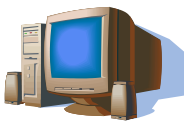 এছাড়াও কোনো না কোনো ক্যাবল লুজ/ নষ্ট হয়ে যাবার কারণেও কম্পিউটার চালু হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটিও খেয়াল রাখবেন।

প্রধান এই সমস্যাগুলোর কারণেই কম্পিউটার চালু হয় না। তবে বুঝতেই পারছেন এই অংশে শুধুমাত্র হার্ডওয়্যারজনিত সমস্যার কথাই বললাম, অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু এখনও চালুই হতে দেইনি!

হার্ডওয়্যার ট্রাবলশ্যুটিং

কম্পিউটারের ট্রাবলশুটিংয়ের প্রসঙ্গ আসলেই চলে আসবে হার্ডওয়্যারজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা। এত এত হার্ডওয়্যার পিসির ভেতর কোন না কোনোটিতে সমস্যা হওয়াটি নিত্যনৈমত্তিক একটা ঘটনা। তাই এর ব্যবহারকারী সবারই হার্ডওয়্যারগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার সাধারণ কিছু উপায় জানা উচিত। আসুন ধাপে ধাপে জেনে নিই এমন কিছু সমস্যা ও তার সমাধান।

মনিটর

* যদি মনিটরে কোনো ডিসপ্লে না

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

আসে এবং এর লেড লাইট জ্বলে নিভে তখন বুঝতে হবে ভিডিও কার্ডে কোনো সমস্যা বা মনিটরের ক্যাবল কানেকশন লুজ হয়ে গেছে। কানেকশন চেক করুন।

* যদি মনিটর ও পিসির পাওয়ার সুইচ অন করার পর তিনটি শর্ট বীপ শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে গ্রাফিক্স কার্ডে সমস্যা। আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি খুলে অন্য পিসিতে লাগিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন এটি ঠিক আছে কিনা। আর যদি বিল্টইন গ্রাফিক্স হয় তাহলে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড এজিপি স্লটে লাগিয়ে টেস্ট করতে পারেন।ইন্টিগ্রেটেড এজিপির সমস্যা সমাধানে বায়োস সেটিংস রিসেট করে দেখতে পারেন।

* যদি মনিটর ঝাপসা মনে হয় বা এটি কাঁপতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে মনিটর ও গ্রাফিক্স কার্ডের রিফ্রেশ রেটে অসামঞ্জস্য আছে। যদি উইন্ডোজ লোড হওয়াকালীন এই সমস্যা হয় তাহলে বুঝবেন মনিটরের রিফ্রেশ রেট ভুলভাবে সেটিংস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সিস্টেম বুট হবার পর যখন Starting Windows মেসেজটি দেখবেন তখনই কী-বোর্ডের এফ৮ চেপে সেফ মোডে উইন্ডোজ চালু করুন। এর গ্রাফিক্স/ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে রিফ্রেশ রেট ঠিক করুন।

* যদি মনিটরে অস্পষ্ট কালার ও প্যাটার্ন দেখা যায় এবং চালু করতে গেলে মনিটর কাঁপতে থাকে বা চালুই হয় না তখন বুঝতে হবে একহয় আপনার ডাইরেক্ট এক্স পুরাতন অথবা গ্রাফিক্স কার্ডের লেটেস্ট ড্রাইভার নেই। তাই সবসময় লেটেস্ট ডাইরেক্ট এক্স

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

ব্যবহার করবেন ও গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার আপডেটেড রাখবেন। এরপর সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে আপনার ভিডিও কার্ড ও উইন্ডোজের মধ্যে কম্পাটিবিলিটিতে সমস্যা আছে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ কাউকে দেখান অথবা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

সিডি/ডিভিডি রম

* যদি ড্রাইভে সিডি/ডিভিডি ঢুকালে তা দেখা না যায় অথবা সেটি রান না করে তখন বুঝতে হবে সিডি/ডিভিডিতে স্ক্র্যাচ পড়েছে অথবা আপনার ড্রাইভের হেডে ধুলা জমে সেটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় পারলে সিডি ড্রাইভ খুলে সেটির হেড থেকে ধুলা পরিষ্কার করুন অথবা সিডি ক্লিনার কিনে তা প্রবেশ করিয়ে ড্রাইভের হেড ক্লিন করুন।

* সিডি যদি ড্রাইভের Eject বাটন চাপার পরও বের না হয় তখন বুঝতে হবে সিডিটি এখনও রান করছে। তাই অপেক্ষা করুন। তবে নিয়মিত এই সমস্যাটি হলে বুঝতে হবে সিডি ড্রাইভের মেকানিজমে সমস্যা। বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন।

* যদি মাই কম্পিউটারেই সিডি ড্রাইভ খুঁজে পাওয়া না যায় তখন দেখুন এর পেছনের ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ হয়ে গিয়েছে কিনা। তারপরও কাজ না হলে বায়োসে ঢুকে দেখতে পারেন আসলেই মাদারবোর্ড ড্রাইভটিকে ডিটেক্ট করতে পারছে কি-না। এখানে বুট ডিভাইস লিস্টে ড্রাইভটি

http://tanbir.99k.org

দেখা গেলে বুঝা যাবে যে উইন্ডোজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে ড্রাইভের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করুন। ড্রাইভের ডাটা ক্যাবল খুলে আবার লাগান। উইন্ডোজ এবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করবে।

* অনেকেই হয়তো জানেন না ময়লা সিডি ক্লিন করতে ইচ্ছে করলে আপনি সেটিকে হালকা সাবানা পানি দিয়ে ধুলে পরিষ্কর করে ভালোমতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করতে পারেন। তবে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না।

Tanbir Ahmad Razib(তানবীর আহম্মদ)
Mobile No :: 01738-359555//01916457075//
E_Mail_____::
tanbir_cox@yahoo.com //
tanbir.cox@gmail.com
Facebook ::
http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)
Web Site ::
http://www.tanbir.99k.org

র‍্যাম

র‍্যামের ট্রাবলশুটিং বলতে বুঝায় যদি কখনও বিনা কারণেই পিসি হ্যাং করে বা রিস্টার্ট হয় তখন খেয়াল করবেন র‍্যাম স্লটে ঠিকমতো বসানো আছে কিনা। এরপর যদি একাধিক র‍্যাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে খেয়াল করুন সবগুলোই একই বাসস্পিডবিশিষ্ট কিনা। সিস্টেম স্ট্যাবিলিটির জন্য একই বাসস্পিডবিশিষ্ট র‍্যাম ব্যবহার করা খুবই জরুরি।

সাউন্ড

T@NB!R 01738359555

সাউন্ড নিঃসন্দেহে কম্পিউটারের অপরিহার্য একটি অংশ। কিন্তু একে নিয়ে বিড়ম্বনাও কম না। বন্ধুদেরকে নিয়ে আসলেন মুভি দেখাবেন বলে। কিন্তু পিসি অন করে মুভি প্লে করে দেখলেন ভিডিও আসছে কিন্তু সাউন্ড উধাও। অনেকেই মাঝেমধ্যে এরকম বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতিতে পড়ে থাকেন। হঠাৎ হঠাৎ তো সাউন্ডের আইকনটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। আসুন দেখে নিই কি করবেন তখন।

*

* প্রথমেই যথারীতি দেখতে হবে সাউন্ড কার্ড ও স্পিকারের সব কানেকশন ঠিক আছে কিনা। মনে রাখবেন সাউন্ড কার্ডের মাঝের সবুজ পোর্টে স্পিকারের ইনপুট জ্যাকে ঢুকাতে হয়।

* সব ঠিক আছে ? তাহলে এবার দেখুন তো উইন্ডোজের নোটিফিকেশনগুলোর (ডিসপ্লের নিচে ডানকোণায় ঘড়ির পাশে) মধ্যে সাউন্ডের আইকনটি খুঁজে পাওয়া যায় কি। নেই ? নাকি লাল ক্রস? তাহলে বুঝতে হবে সাউন্ডের ড্রাইভার ইন্সটল করতে হবে। ড্রাইভার ইন্সটল করে পিসি রিস্টার্ট দিন। ড্রাইভার না থাকলে উইন্ডোজ আপডেটের সহায়তা নিন।

* আইকন ঠিক আছে ? তাহলে দেখুন Mute অন করা কিনা। সাউন্ডের প্রোপ্রার্টিজে গিয়ে সাউন্ডের লেভেল চেক করুন।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

*

* সব ঠিক ? ড্রাইভারও আছে ? তাহলে আগের ড্রাইভারটি আনইন্সটল করে আবার নতুন করে ড্রাইভার ইন্সটল করুন।

* আরেকটি ব্যাপার হতে পারে। সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভার অন্য কোনো ড্রাইভারের সাথে কনফ্লিক্ট করতে পারে। এটি দেখার জন্য ডিভাইস ম্যানেজারে যান।

* সাউন্ড, ভিডিও এন্ড গেম কন্ট্রোলারস এক্সপান্ড করুন। যদি সাউন্ড কার্ডের পাশে হলুদ রংয়ের '!' চিহ্ন দেখেন তাহলে বুঝতে হবে অন্য কোনো ডিভাইস সাউন্ড কার্ডের সাথে কনফ্লিক্ট করছে।

* এর সমাধান করতে ডিভাইস ম্যানেজার ট্যাব হতে প্রোপার্টিজ>রিসোর্সে যান। কনফ্লিক্টিং ডিভাইস লিস্ট হতে দায়ী ডিভাইসটি খুঁজে বের করুন। অটোমেটিক সেটিংস চেকবক্সে ক্লিক করে পিসি রিস্টার্ট করুন।

* এতেও কাজ হয়নি ? উপরের কাজটি আবার করে অটোমেটিক সেটিংস চেকবক্সটি ডিজেবল করে চেঞ্জ সেটিংস-এ ক্লিক করুন। অতঃপর বিভিন্ন সেটিংস-এর মাঝে দেখুন কখন কোন ডিভাইস কনফ্লিক করে, কখন

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

করে না। কাজ শেষ হলে Ok করে পিসি আবার রিস্টার্ট দিন।

*স্পীকার যেই সাউন্ড কার্ডে লাগানো সেটাই ডিফল্ট সাউন্ড ডিভাইস হিসেবে চিহ্নিত করা আছে কিনা দেখুন।কেননা বর্তমানে এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ডেও সাউন্ড কার্ড থাকে।

মাউস

সাধারণত রোলার বলবিশিষ্ট মাউসগুলোর ভেতর ময়লা ও ধুলাবালি জমে প্রায়ই সমস্যা তৈরি করে। এজন্য উচিত নিয়মিত মাউস পরিষ্কার করা। প্রথমে মাউসটি হাতে নিয়ে উল্টো করে নিচের অংশ গোলাকৃতি চাকতিটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বামদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন। ভেতরের রোলার বলটি বের করুন। এবার মাউস হোলের ভেতরে তাকান। সেখানে বেশ কিছু রোলার দেখতে পাবেন। ময়লা-ধুলাবালি সেখানেই জমে। চিমটা বা হাতের নখ দিয়ে ময়লাগুলো আলগা করে মাউস উল্টে বাইরে ফেলে দিন। এবার মাউসের বলটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে ফেলুন। সব কাজ শেষ হলে বলটি ভেতরে রেখে চাকতিটি নিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বন্ধ করুন। প্রাচীন কালের টিপস হয়ে গেল বলে দুঃখিত।কি করব বলুন।অপটিক্যাল মাউস নিয়ে বলার কিছু নেই।কেননা বেসিক ইলেকট্রনিক সার্কিট,সোল্ডারিং,মাল্টিমিটার এর সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা আসলে নতুন মাউস কেনা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।আর যারা এগুলো ব্যবহার

http://tanbir.99k.org

করতে পারেন তাদের কোন সমস্যা হলে আশা করি নিজেরাই পারবেন বুঝেশুনে কাজ করতে।নইলে আমি তো আছিই!!

কী-বোর্ড

কী-বোর্ডে যে সমস্যাটি বেশি ঝামেলা ফেলে তা হচ্ছে কী-বোর্ডের যে বাটনে যেটি আসার কথা তা না এসে অন্যটি আসা। এ সমস্যার সমাধান করা জানা থাকলে খুবই সহজ। আসুন জেনে নেই-

* কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে Regional and Language অপশনে যান।
* Keyboard and Language ট্যাব থেকে Change Keyboard-এ ক্লিক করুন।
* সেখান থেকে United States International সিলেক্ট করে Apply,Ok করুন।
* এছাড়াও ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখে আসতে পারেন কী-বোর্ড ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। সব ঠিক থাকার পরও যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে কী-বোর্ড পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে আপনি।

Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)
Web Site :: http:// tanbir.99k.org
মডেম

প্রায় সময়ই দেখা যায় মডেমটি কাজ করছে না। এটি দিয়ে ইন্টারনেট কানেক্ট হতে পারছেন না আপনি অথবা পিসি মডেমই খুঁজে পাচ্ছে না। এই সমস্যা যেমন হার্ডওয়্যারজনিত হতে পারে তেমনি কমিউনিকেশন সফটওয়্যার বা সেটিংসজনিত কারণেও হতে পারে। নিচে এই জাতীয় বেশ কিছু ট্রাবলশুটিংয়ের কথা বলছি।

* যদি উইন্ডোজ মডেমই ডিটেক্ট করতে না পারে তখন মডেমটি খুলে অন্য স্লটে লাগিয়ে দেখুন।

* মডেম ওকে কিন্তু নেট কাজ করছে না ? তখন ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখুন মডেমটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। প্রয়োজনবোধে ড্রাইভার রিইন্সটল করে দেখতে পারেন।

* কাজ হচ্ছে না ? ফোন লাইন চেক করুন। মডেম ঠিক মোডে আছে কিনা দেখুন। যদি আপনি ট্রান্সমিশন রিসিভ করতে চান তাহলে মডেম অ্যানসার মোডে আর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে ডায়াল মোডে থাকা লাগবে।

* যদি মডেম ডায়াল করতে পারে কিন্তু কানেক্ট হয় না তখন দেখুন আপনার ডায়ালিং নাম্বার ঠিক আছে কিনা।

* যদি না ডায়ালটোন হয় তাহলে লাইন চেক করুন। ফোনের বাসায় অন্য এক্সটেনশন লাইন থাকলে সেটি পরীক্ষা করুন।

* কমিউনিকেশন সফটওয়্যার ঠিক আছে কিনা তা দেখুন। কন্ট্রোল প্যানেলে মডেম প্রোপার্টিজে wait for dial tone before dialing অপশনটি অফ করে দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

* COM পোর্ট সেটিংস ঠিক আছে কি-না দেখুন। মডেম প্রোপার্টিজ থেকে এটি দেখতে পারবেন। প্রয়োজনে COM Port পরিবর্তন করুন।

হার্ডডিস্ক

অনেক সময় কম্পিউটার চালু হবার সময় হার্ডডিস্ক এরর দেখায়। এর কারণ হতে পারে-

* মাদারবোর্ড হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না। প্রথমেই নিশ্চিত হোন হার্ডডিস্কের পাওয়ার ক্যাবল ঠিক আছে কি-না। তারপর হার্ডডিস্ক থেকে মাদারবোর্ডের ডাটা ক্যাবল চেক করুন।
* হার্ডডিস্কের পেছনের পিন ঠিক আছে কিনা দেখুন।
* হয়তোবা বায়োসের সেটিংসের কারণেও সমস্যা হতে পারে। বায়োসে গিয়ে দেখতে পারেন হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

উইন্ডোজ আপডেটিং বিড়ম্বনা

উইন্ডোজ এক্সপি,ভিসতায় এবং সেভেনে অটোমেটিক আপডেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এর মাধ্যমে উইন্ডোজ নিজে থেকে ইন্টারনেট থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম, এ্যাপ্লিকেশন ও হার্ডওয়্যারের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেট ডাউনলোড করে থাকে। পাশাপাশি সিকিউরিটি সিস্টেমও আপডেট হয় এভাবে। তবে অনেক সময় আপডেট আপনার পিসির স্ট্যাবিলিটি নষ্ট করে দিতে পারে। কিভাবে বুঝবেন ? যেমন আপডেট করে পিসি রিস্টার্ট করার পর এরর মেসেজ, পিসি স্লো হয়ে যাওয়া, হ্যাং করা ইত্যাদি। তখন প্রয়োজন পড়বে সাম্প্রতিক আপডেটটি ডিলিট

T@NB!R 01738359555

করে ফেলার। এবার আসুন দেখে নিই আপডেট কিভাবে আনইন্সটল করবেন। সব ওএস-এ নিয়ম প্রায় একই। আমি ভিসতার পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

* কন্ট্রোল প্যানেল থেকে প্রোগ্রামস এন্ড ফিচারস এ যান।

* বাম পাশের টাস্কস মেনু থেকে ভিউ ইন্সটলড আপডেটস-এ ক্লিক করন।

* এখানে যে সমস্ত আপডেট ডাউনলোড করেছেন তার লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় আপডেটটি সিলেক্ট করে রিমুভ করুন। কোন আপডেট কবে ইন্সটল করেছেন তা দেখে সহজেই লেটেস্ট আপডেট কোনটি তা বুঝতে পারবেন।

* অথবা কন্ট্রোল প্যানেল>উইন্ডোজ আপডেট-এ গিয়ে ভিউ আপডেট হিস্টরিতে যান। সেখান থেকে ইন্সটলড আপডেট-এ ক্লিক করেও কাজটি করতে পারে।

হার্ডওয়্যার আপডেট বিড়ম্বনা

উইন্ডোজের আপডেটিং-এর মাধ্যমে অকেজো হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার ডাউনলোড করে তা যেমন সচল করা যায় তেমনি উল্টোটাও হতে পারে। আপডেট করার পর দেখলেন যে ডিভাইসটি আর কাজ করছে না। কি করবেন তখন ? বলছি শুনন।

* কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ> ডিভাইস ম্যানেজারে যান। এক্সপিতে মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক তারপর প্রোপার্টিজ>হার্ডওয়্যার> ডিভাইস ম্যানেজার।

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

* যে ডিভাইসটি সমস্যা করছে সেটিকে এক্সপান্ড করে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ>ড্রাইভারে যান। ভাগ্য ভালো থাকলে 'রোল ব্যাক ড্রাইভার' অপশন দেখলে তা সিলেক্ট করলে কাজ হয়ে যাবে। ভাগ্যের কথা বলছি কেননা সব সময় এই অপশনটি পাবেন না।

* এতে কাজ না হলে একই ড্রাইভার ট্যাব থেকেই আনইনস্টল সিলেক্ট করে আবার নতুন করে আগের ড্রাইভার ইন্সটল করুন। কাজ হয়ে যাবে।
আর আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি ডিভাইসটি ঠিকমতো কাজ করতে থাকে তাহলে একমাত্র গ্রাফিক্স কার্ড বাদে কোনোটাই ড্রাইভার আপডেট করা থেকে বিরত থাকবেন। অনাকাঙ্খিত ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন এতে।

অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল হচ্ছে না

খুব, খুব, খুবই বিরক্তিকর একটি সমস্যা এটি।এক্সপিতে বেশি দেখা যায় এই সমস্যা। সি ড্রাইভ ফরম্যাট দিয়ে এক্সপি ইন্সটল করতে বসেছেন কিন্তু সেটি সেটআপ হচ্ছে না। কেমনটা লাগে তখন বলুনতো? মাঝনদীতে দাঁড়বিহীন নৌকার মাঝির মতো মনে হয় তখন নিজেকে। কেননা কোনো অপারেটিং সিস্টেম বিহীন হার্ডডিস্ক যেমন চালাতে পারবেন না তেমনি এই মুহূর্তে সেই অপারেটিং সিস্টেম ব্যাটাই তো ইন্সটল হতে চাচ্ছে না। কি করতে পারেন তখন। আসুন একবার দেখে নিই।

* যদি সিডি থেকে ফাইল কপি হতে গিয়েই আটকে যায় তাহলে বুঝতে হবে সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ বা সিডিতেই

http://tanbir.99k.org

সমস্যা। সিডিরমটি ক্লিন করে নিন অথবা অন্য ভালো সিডি দিয়ে চেষ্টা করুন।

* যদি সিডি কপি হবার পর রিস্টার্ট এবং ইন্সটল হতে গিয়ে আটকে যায় তাহলে এটি সিডির ফাইল কপিতে সমস্যার কারণেও হতে পারে। আবার শুরু থেকে শুরু করুন। আবারও আটকেছে? তাহলে বুঝতে হবে হার্ডওয়্যারগত সমস্যা এটি সম্ভবত র‍্যামের। র‍্যামের স্লট পরিবর্তন করে দেখুন। একাধিক বাসস্পিডের র‍্যাম লাগানো থাকলে একই স্পিডবিশিষ্টটি রেখে বাকিগুলো খুলে ফেলুন। এক্ষেত্রে নতুন সেটআপ করার সময় সিডি থেকে বুট করে ফাইল কপি করতে হবে না। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু বসে থেকে পিসিকে নিজের মতো চলতে দিন। আগেরবার কপি করা ফাইল দিয়েই কাজ চলবে।

* এছাড়া যদি ইন্সটলেশনের সময় এরর ব্লুস্ক্রিন আসে তাহলেও বুঝতে হবে এটি র‍্যামের সমস্যা। উপরের পদ্ধতিগুলোই অনুসরণ করুন।

* আরও যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তা হচ্ছে হার্ডডিস্ক-এর যে ড্রাইভে সেটআপ করবেন সেটি এনটিএফএস কিনা এবং পর্যাপ্ত জায়গা সেখানে আছে কিনা।

* এছাড়া অনেক ব্র্যান্ড পিসি এক্সপি বর্তমানে সেটআপ নিতে চায়না।খানে আপনার কিছু করার নেই।নির্মাতা থেকেই এটি করে দেয়া হয়েছে।

পিসি বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে

অনেক সময়ই এই সমস্যা দেখা যায়। কাজের সময় যখন তখন পিসি রিস্টার্ট

T@NBIR 01738359555

হচ্ছে। অথবা, উইন্ডোজ লোড হয়েই আবার রিস্টার্ট করছে। বিভিন্ন কারণে এই সমস্যা হতে পারে। আসুন দেখে নিই কারণগুলো-

* সাধারণত ভাইরাস আক্রমণের কারণে এমনটি হয়। তাই এন্টিভাইরাস ইন্সটল করে পিসি স্ক্যান করুন। তাতেও কাজ না হলে উইন্ডোজ ইন্সটল ছাড়া গতি নেই।

* ইন্টারনেট অপরিচিত মেইল, এটাচমেন্ট, মেসেজ ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এভাবেই ভাইরাস বেশি ছড়ায়।

* র‍্যামের সমস্যা বা ভিন্ন ভিন্ন বাসস্পিডের র‍্যাম থাকলে এমনটি হতে পারে। একই বাস স্পিডের র‍্যাম সবসময় ব্যবহার করবেন।

* মাঝে মাঝে কোনো সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই মনে করুন এই সমস্যা করার আগে কোন কাজটি করেছিলেন। মনে থাকলে সেটি রিমুভ করে ফেলুন।

* পিসিতে নতুন সংযুক্ত কোনো হার্ডওয়্যার কনফ্লিক্টের কারণেও এটি হতে পারে। এমতাবস্থায় হার্ডওয়্যারটি খুলে ড্রাইভার আনইন্সটল করুন।

* সিপিইউর যন্ত্রাংশে ধুলাবালি জমেও এমনি হতে পারে। তাই নিয়মিত কম্পিউটার পরিষ্কার রাখুন ও যতটা সম্ভব শুষ্ক ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

* বায়োসে সিপিইউ ফ্যানের প্রোফাইলে সমস্যার কারনেও এটা হতে পারে।হয়তো আপনার ফ্যান প্রোফাইল সাইলেন্ট করে রাখা,একারনে দরকারি হেভীওয়েট কাজের সময় সিপিইউ পর্যাপ্ত তাপ নির্গমন করতে না পেরে পিসি রিস্টার্ট নেয়।এক্ষেত্রে বায়োসে গিয়ে ফ্যান প্রোফাইল ইন্টিলিজেন্ট বা টার্বো করে দিন।

* আর ভোল্টেজ উঠানামার কথা নাহয় নতুন করে আর নাইবা বললাম।

কম্পিউটার হার্ডডিস্ক না পেলে কি করবেন

কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের এ ধরনের সমস্যায় প্রায়ই পড়তে হয়। বিভিন্ন কারণে কম্পিউটারে পাওয়ার দেওয়ার পর হার্ডডিস্ককে কম্পিউটার ডিটেক্ট করতে পারে না।সমস্যার সম্ভাব্য কারণসমূহ এবং এমতাবস্থায় কি করবেন এবারে তা বলছি:

১. ভালোভাবে লক্ষ্য করুন হার্ডডিস্কের সাথে কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসা পাওয়ার কর্ডটি ঠিকমতো সংযুক্ত আছে কি-না।

২. হার্ডডিস্কটির সাথে মাদারবোর্ডের আইডিই বাস ক্যাবল অথবা সাটা ক্যাবল দ্বারা সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কি-না।

৩. হার্ড ডিস্কের জাম্পার সেটিং ঠিক আছে কিনা ? এক্ষেত্রে হার্ডডিস্কের জাম্পার দুইভাবে সেট করা যায় একটি মাস্টার সেটিং অন্য স্লেভ সেটিং। এক্ষেত্রে আপনাকে মাস্টার সিলেক্ট করতে হবে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

৪. হার্ড ডিস্কটি মাদারবোর্ডের সাথে প্রাইমারি না সেকেন্ডারি হিসেবে সংযুক্ত নিশ্চিত হোন।

৩ ও ৪ নং কনফিগারেশরনের জন্য যদি একই সেটিংসে একাধিক IDE Device থাকে তবে তা (CD/DVD ROM,HDD) পাওয়া নাও যেতে পারে- যেমন দেখা গেল যে একটি HDD ও একটি DVD ROM উভয়েই Secondary master হিসেবে কনফিগার করা। এক্ষেত্রে দুটি Device-এর কোনো একটি নাও পাওয়া যেতে পারে।

৫. BIOS-এ IDE অটো ডিটেক্ট অপশনটি ডিজেবল থাকলে তা ৪টি IDE ডিভাইসের জন্য এনাবল করতে হবে নতুবা ম্যানুয়ালি HDD কে ডিটেক্ট করিয়ে দিতে হবে।

জেনে রাখা ভাল

জেনে রাখুন পিসির কনফিগারেশন

কম্পিউটারের যে কোনো সমস্যা আর হার্ডওয়্যারের সমস্যাতো তো বটেই সবার আগে আপনার প্রয়োজন পড়বে পিসির কনফিগারেশন অর্থাৎ প্রসেসর, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, সাউন্ড কার্ড, এজিপি কার্ড কোনটি কোন কোম্পানির কি মানের তা জানার। দেখা যায় যে বেশিরভাগ মানুষই অন্য কারো সহায়তা বা দোকানির পরামর্শে কম্পিউটার কেনেন এবং পরে যখন কোনো সমস্যায় পড়ে অন্য কারো দারস্থ হন তখন আর কনফিগারেশন বলতে পারেন না। এতে সমাধানকারীকে অতিরিক্ত ঝামেলায় পড়তে হয়। এই তথ্যগুলো তাই জেনে নিয়ে দরকার পড়লে লিখে রাখুন। তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাধানকারীর জন্য সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়াটা সহজ হয়ে যায়।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

এই বেসিক কনফিগারেশনগুলো জানতে বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। মাই কম্পিউটারে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে জেনারেল ট্যাব থেকে জেনে নিতে পারবেন প্রসেসর, র‍্যাম ও অপারেটিং সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য। গ্রাফিক্স বা ডিসপ্লে প্রোপার্টিজে গিয়ে ইনফরমেশন থেকে জানতে পারবেন গ্রাফিক্সকার্ড সংক্রান্ত তথ্য। আর অনেকক্ষেত্রেই কম্পিউটার কেনার ক্যাশমেমোতেই এসব বিস্তারিত লিখা থাকে। আরেকটি কাজ করতে পারেন। কোনো অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীর সহায়তায় জেনে নিতে পারেন তথ্যগুলো। যেভাবেই যাই জানুন না কেন তা ভালোভাবে লিখে যত্নসহকারে রেখে দিন।

বিল্ট ইন

এখন প্রায় সব কম্পিউটারেই বিল্টইন কিছু না কিছু থাকেই। যেমন- এজিপি কার্ড, সাউন্ড কার্ড, ল্যান কার্ড ইত্যাদি। বিল্টইন অর্থ এই হার্ডওয়্যারটি আপনার মাদারবোর্ডে দেয়াই আছে। আপনি আলাদা না কিনে এটি দিয়েই কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু কথায় আছে সস্তার দশ অবস্থা। **কোম্পানি বা দোকানি যতই গলা ফটাক না কেন এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধিমান হবার দরকার পড়ে না যে, পারফরমেন্সে বিল্টইন হার্ডওয়্যারটি কখনই স্বতন্ত্র হার্ডওয়্যারের সমকক্ষ হতে পারে না।** তবে যারা সাধারণ বা মাঝারি মানের ব্যবহারকারী তাদের জন্য বিল্টইন সাউন্ড বা এজিপি কার্ডই যথেষ্ঠ। আর বিল্টইন ল্যান কার্ড দিয়ে সমস্যা ছাড়াই কাজ চালাতে

http://tanbir.99k.org

পারেন। তবে একটা কথা। যারা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট লাইন নেন তাদের সবার ল্যান কার্ডের ফিজিকাল বা ম্যাক এড্রেস কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইএসপি নিয়ে রেকর্ড করে রাখে।ফলে মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা হলে নেট লাইন নিয়ে বিপদে পড়বেন আপনি। এক্ষেত্রে আইএসপি'র শরণাপন্ন আপনাকে হতেই হবে। আর আলাদা ল্যানে যে বাড়তি সুবিধা একই কারণে পাবেন তা হচ্ছে এটি অন্য পিসিতে লাগিয়ে একই নেট কানেকশন কাজের সময় ব্যবহার করতে পারবেন আপনি।ম্যাক এড্রেস পরিবর্তনের উপায় অবশ্য আছে কিন্তু এই টিউনে তা আমার আলোচ্য না।

আর বিল্টইন সাউন্ড কার্ড বা এজিপিতে সমস্যা হলে তা বেশ বিড়ম্বনাকর। অনেকক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের উপরই চাপটা পড়ে বেশ জটিলাকার ধারণ করে। তবে মনে রাখবেন, বিল্টইন এজিপি মানেই এটি আপনার সিস্টেম থেকে র‍্যাম শেয়ার করে। তাই বিল্টইন এজিপি ব্যবহার করলে বাড়তি র‍্যাম লাগানোটাই ভালো। নাহলে সিস্টেম স্লো হয়ে যাওয়া বা হ্যাং করাসহ অনেক সমস্যাই হতে পারে আপনার।একটা সহজ পয়েন্ট উল্লেখ করি।ক্রিয়েটিভের ভালোমানের সাউন্ড কার্ডের দাম ৪০০০ টাকার উপরে,এনভিডিয়ার ৯৬০০ জিটি ১ গিগাবাইট র‍্যামবিশিষ্ট এজিপির দাম ১৫০০০ টাকা।আর সুপার-ডুপার সাউন্ড(!),১৭৫৮ মেগাবাইট পর্যন্ত এজিপি বিশিষ্ট মাদারবোর্ড আপনি ৭০০০ টাকাতেই পাবেন!!আর কিছু বলতে হবে?

পাওয়ার,পাওয়ার সাপ্লাই

T@NBIR 01738359555

কম্পিউটারের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অংশ এই পাওয়ার সাপ্লাই। এর কারণে অনেক সমস্যাই হতে পারে। ইউপিএস কেন ব্যবহার করবেন, কেন করবেন না এই নিয়ে বেশি কিছু বলব না। শুধু বলব অস্থিতিশীল ভোল্টেজ সাপ্লাই আপনার মূল্যবান হার্ডওয়্যারের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আর্থিং। ভালো আর্থিং কম্পিউটারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কোনো ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে আপনার আর্থিং ঠিক আছে কিনা তা চেক করে নিতে পারে। আর্থিং না থাকার কারণে অনেক সময় কোনো কোনো হার্ডওয়্যার ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। মনিটর কাঁপতে পারে, কেসিং-এর বডি শক করতে পারে; এমনকি মাদারবোর্ড বা হার্ডডিস্কের ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে।

আরেকটি সমস্যা অনেকসময় দেখা যায়। কম্পিউটারের উপর যখন বেশি চাপ পড়ে। হাইএন্ড গেম বা এপ্লিকেশন রান করতে যায় তখন পিসি রিস্টার্ট করে। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই। অর্থাৎ কাজের সময় আপনার পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ডে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাইটি পরিবর্তন করতে হবে।

জানেন কি কম্পিউটারের ভেতরের যাবতীয় হার্ডওয়্যার চলে ডিসি পাওয়ারে? এসি ২২০ ভোল্ট পাওয়ারকে পাওয়ার সাপ্লাই ডিসি ৩.৫ ভোল্ট, ৫ ভোল্ট ও ১২ ভোল্টে রূপান্তর করে মাদারবোর্ডে সরবরাহ করে। ফলে সিপিইউর ভেতর যে কারেন্ট থাকে তা

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

বিপদজনক নয়। তবে যদি পাওয়ার অন করে কখনও কাজ করতে হয় তখন খেয়াল রাখবেন যেন শর্টসার্কিট না হয় এবং আপনার পায়ে যেন শুকনা জুতা থাকে।

যত্ন নিন আপনার পিসির

শুধুমাত্র মাত্র টেকনিক্যাল কারণ বা সমস্যাতেই যে পিসি নষ্ট হয় বা সমস্যা হয় ব্যাপারটা কিন্তু এমন না।আমাদের ব্যবহার পদ্ধতি,রক্ষনাবেক্ষনের উপরো এসব কিছু অনেকাংশে নির্ভরশীল।আপনার একটু সতর্কতাই পারে আপনার পিসিকে দীর্ঘায়ু দিতে।আসুন আজ আপনাদের বলব তেমনি কিছু সচেতনতার কথা যেগুলা মাথায় রেখে কাজ করলে অনেক অনাকাংখিত ঝামেলা থেকেই মুক্তি পাবেন আপনি।

পাওয়ার সাপ্লাইঃ ভোল্টেজের ওঠানামা

পাওয়ার সকেট ঠিকমতো ভু-সংযুক্ত(আর্থিং) থাকতে হবে। আজকাল যদিও অধিকাংশ ব্যবহারকারী ভূ-সংযোগ ছাড়াই পিসি চালান তবে পিসির সংবেদনশীলতা বিবেচনায় ভূ-সংযোগ থাকা ভালো। একটি সকেটের উপর মাল্টিপল না চাপিয়ে পাওয়ার স্টিপ ব্যবহার করুন। হিটার, এসি, ফ্রিজ বা ওয়াশিং মেশিনের সাথে যুক্ত পাওয়ার লাইন বাদ দিয়ে পিসির জন্য আলাদা একটি পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করুন। লোডশেডিং-এর ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে ইউপিএস ব্যবহার করতে পারেন। তবে তা ব্যবহারের আগে ঠিকমতো কাজ করছে কি-না পরখ করে নিবেন। এবং পিসির সবক'টি পেরিফিরিয়ালের লোড নিতে সক্ষম কি-না তা-ও যাচাই করে দেখুন।অযথা

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

প্রিন্টার বা স্ক্যানার ইউপিএস এর সাথে লাগাবেন না।

তাপমাত্রার তারতম্য

তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রতি কম্পিউটার বেশ সংবেদনশীল। ঠাণ্ডা আবহাওয়াই পিসির পক্ষে অনুকূল। তবে খুব শীতল আবহাওয়া নয়। আপনি যদি এটি সরিয়ে নিয়ে এমন কক্ষে রাখেন যেখানে তাপমাত্রা ভিন্ন রকমের তবে সেটা সাথে সাথে চালু না করে কিছুটা সময় নিয়ে করবেন। নতুন আবহাওয়ার সাথে কম্পিউটারকে আগে পরিচিত হতে দেন।

তাপ, ধুলোবালি এবং আর্দ্রতা

বর্তমানের উন্নত ও দ্রুতগতির কম্পিউটারগুলি ব্যবহার করা উচিত সাবধানতার সাথে। সরাসরি সূর্যের আলো লাগে এরকম জায়গায় একে রাখবেন না। এমন জায়গায় না যেখানে তাপমাত্রা খুব দ্রুত বদল হয় যেমন এসি, এয়ারকুলার বা হিটার এদের কাছাকাছি স্থান। এসি করা ঘরে যদি কম্পিউটার রাখেন তাহলে লক্ষ রাখতে হবে যেন এসির বাতাসের সরাসরি প্রবাহ তাতে না লাগে। প্রচুর জলীয় বাস্পযুক্ত বাতাস পিসির বিভিন্ন অংশগুলি ড্যাম্প করে দিতে পারে। কিছুটা ঠাণ্ডা, শুকনো এবং ধুলোমুক্ত পরিবেশ কম্পিউটার রাখার জন্য উপযুক্ত স্থান। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল হওয়ায় এদেশে কম্পিউটার ব্যবহারে সাবধানী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণতা এর অন্যতম শত্রু। কম্পিউটারের কক্ষটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয়। ফ্যানযুক্ত সিপিইউ কেবিনেট ব্যবহার করুন।

পিসির কভার

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

লক্ষ রাখবেন আপনার পিসির কভার যেন যথাযথ অবস্থায় থাকে। ড্রাইভ অথবা স্লট দিয়ে যেন বাইরের ধুলোবালি, পোকামাকড় না ঢোকে। পিসি চালানোর সময় কোনো কিছু ঢেকে ভেন্টিলেশন ছিদ্র বন্ধ করবেন না। তাহলে ব্যবহারের সময় অত্যধিক উষ্ণ হয়ে যাবে সেটা। তবে ব্যবহারের পর পিসি ঠাণ্ডা হওয়ার পরে তা কাপড় অথবা কোনো আবরণী দিয়ে ভালো করে ঢেকে রাখবেন। শীতের দিনে ইঁদুর, টিকটিকি আশ্রয় নিতে পারে কম্পিউটারের ভেতরে। তাছাড়া এর মধ্যে মাকড়সাও জাল বুনতে পারে। সেজন্য মাঝে মধ্যে কেস খুলে দেখতে পারেন তা পরিষ্কার আছে কিনা।

পিসির গতিবৃদ্ধি

কোনো কোনো সময় মেশিন পূর্বের তুলনায় ধীর সময়ে কাজ করতে পারে। এতে বিচলিত না হয়ে কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করুন। বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় বাহুল্যজনিত কারণে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যে সকল প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলোর কারণে সিস্টেম স্লো হতে পারে। পিসি বুটিংয়ে যদি অনেকগুলো ইউটিলিটি ওপেন করে রাখা হয় সেক্ষেত্রে এই সময় বাড়তে পারে। কোনো কোনো সময় হার্ডডিস্কের জায়গা কমে আসার জন্যও এই সময় লাগতে পারে।

স্ক্যানডিস্ক করুন

প্রতি সপ্তাহে একবার অন্ততপক্ষে স্ট্যান্ডার্ড স্ক্যান ডিস্কটি চালান আপনার কম্পিউটারের ওপরে। স্ক্যানডিস্ক টুলসটি পাবেন স্টার্ট মেন্যুর প্রোগ্রাম>এক্সেসরিজ>সিস্টেম টুলসের ভেতরে।এটি চালালে দুটি অপশন

http://tanbir.99k.org

পাবেন স্ট্যান্ডার্ড এবং থ্রু স্ক্যানের অপশন। ডিস্কের যে কোনো ধরনের সমস্যা, ডাটা করাপশনের সম্ভাবনা থাকলে তা সারাতে স্ক্যান ডিস্ক টুলটি ব্যবহার করতে হয়। আর থ্রু স্ক্যানডিস্কটি চালান প্রতি মাসে অন্তত একবার। আর আমাদের দেশে কারেন্ট খুব বেশি যাওয়া আসা করে। সেক্ষেত্রে যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো এপ্লিকেশন চালাতে থাকা অবস্থায় কারেন্ট চলে যায় তবে পরবর্তীতে কম্পিউটার চালানোর পরে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড স্ক্যানডিস্ক করুন। এজন্য প্রয়োজনে স্ক্যানডিস্কের একটি শর্টকার্ট তৈরি করে রাখতে পারেন ডেস্কটপে।

ডিফ্র্যাগম্যান্ট করুন নিয়মিতভাবে

ডিফ্র্যাগ টুলটির সাথেও আপনার নিয়মিত পরিচয় থাকা ভালো। এটি হার্ডডিস্কের এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে দেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফাইলগুলোকে এক সাথে এনে। প্রোগ্রাম দ্রুত চালাতে চাইলে মাঝে মধ্যেই ডিফ্র্যাগ করা প্রয়োজন। কত নিয়মিত ডিফ্র্যাগ করা উচিত ? নির্ভর করে কত দ্রুত আপনি সফটওয়্যার ইন্সটল ও আনইন্সটল করেন তার ওপরে। যদি আপনার মাঝে মধ্যেই হার্ডডিস্কে প্রচুর পরিমাণে ডাটা পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে দু সপ্তাহে একবার ডিফ্র্যাগ করতে পারেন।নতুবা মাসে একবার করলেই হবে।

খুব বেশি সফটওয়্যার ইন্সটল থেকে বিরত থাকুন

আমাদের অনেকেরই এই অভ্যাস আছে যে যে কেউ যেকোন সফটওয়ারের কথা বললেই আমরা নিজের পিসিতে ইন্সতল করে ফেলি।এটা আদৌ আমাদের কোন কাজে আসবে কিনা তা ভেবে দেখি

T@NB!R 01738359555

না।সেই যে ইন্সটল করে একবার চালিয়ে দেখা সেটাই কিন্তু শেষ।জীবনেও দেখা যায় ঐ প্রোগ্রাম আর খুলে দেখা হয় না।আর এভাবেই আমরা আমাদের উইন্ডোজকে আরো স্লো হতে যথেষ্ঠ সাহায্য করি।দয়া করে এই কাজটি থেকে বিরত থাকবেন।প্রোগ্রাম যতটা সম্ভব কম ইন্সত্যল করবেন।কেননা পরে আনইন্সটল করলেও দেখা যায় এর কিছু না কিছু ভ্যালু রেজিস্ট্রিতে রয়ে যায়।তাই এই কাজ থেকে বিরত থাকুন।

যেসব কাজ কখনোই করবেন না

* চলন্ত অবস্থায় সিপিইউতে ঝাঁকুনি দেবেন না। এতে বিদ্যুতিক শক লাগতে পারে কিংবা হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য কম্পোনেন্টে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

* ঢাকনাবিহীন স্পিকার- সিভিটি অথবা ইউপিএস মনিটরের কাছাকাছি আনবেন না। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

* পিসি চালু রেখে কিছু পান করবেন না বা ধুমপান করবেন না। কারণ তরল কী-বোর্ডে পড়ে যেতে পারে অথবা ধোঁয়ার ক্ষুদ্র কণিকা ঢুকে পড়তে পারে কম্পিউটারে।

শেষ কথা

ট্রাবলশুটিং নিয়ে এতোক্ষণ অনেক কথাই হলো। আশাকরি এর কোনো না কোনোটি আপনার দৈনন্দিন কম্পিউটার সমস্যায় কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। তবে বড় কথা হচ্ছে কম্পিউটারে প্রতিদিনই নিত্যনতুন বিচিত্র সব সমস্যা দেখা দেয়। তার অনেকগুলোই মাথা

http://tanbir.99k.org

ঘুরিয়ে দেবে আপনার। আবার অনেকগুলোর কোনো সমাধান নেই। যেমন কম্পিউটার মাঝে মাঝে চালু হয় না। ডিকশনারীর এ টু জেড সবকিছুই চেষ্টা করে ব্যর্থ আপনি। কিন্তু দেখলেন পরদিন আপনার চোখকে কপালে তুলে দিয়ে দিব্যি কম্পিউটার চালু হয়ে গেছে। একটা কথাই বলবো, কম্পিউটারের সব সমস্যার কারণ খুঁজতে যাবেন না। তা হবে বোকামি। অনেকক্ষেত্রেই যন্ত্রটি খামখেয়ালি। মনে রাখবেন কথাটি।

Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)
Web Site :: http://tanbir.99k.org

বায়োস সেটিং বা পাসওয়ার্ড ভাঙ্গার ৫ টি উপায়ঃ

বায়োস পাসওয়ার্ড দেওয়া হয় সাধারনত কিছু অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য। অনেকেই এটা ইউজ করেন বায়োস সেটিং রোধে বা বুটিং রোধে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই অতিরিক্ত নিরাপত্তাই বিরক্তির কারন হতে পারে যদি আপনি পাশওয়ার্ড ভুলে যান বা কেউ উদ্দেশ্য প্রনীতভাবে এটা পরিবর্তন করে ফেলে। কিন্তু ত্যাতে ভয় পাবার কোন কারন

T@NB!R 01738359555

নেই। যে যে উপায়ে বায়সের পাশওয়ার্ড রেসেটরিমোভ বা বাইপাশ করা যায় / তা হলঃ

* CMOS খুলে
* মাদারবোর্ড এর jumper ব্যবহার করে
* MS DOS কমান্ড ব্যবহার করে
* সফটওয়ার ব্যবহার করে
* ব্যকডোর BIOS পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে

বিঃদ্রঃ এই পোষ্টটটি অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের জন্য। এটা সাধারন ব্যবহারকারীহ্যাকারদের জন্য প্রযোজ্য/ নহে। অনুগ্রহ করে এটা প্রয়োগ করবেননা যদি আপনি হার্ডওয়ার এর কাজের সাথে পরিচিত না হন। কোন ধরনের সমস্যা বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য লেখক দায়ী নন। তাই এটা অনুসরন করুন নিজ দায়িত্বে।

১ .CMOS ব্যটারিঃ কম্পিউটারের বায়োস পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে, সয়ংক্রিভাবে বায়োসে পাসওয়ার্ড সেট হলে, ডিপ্লে না আসলে অথবা আরো অনেক কারণে সিমস)CMOS) পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়। এজন্য কম্পিউটার থেকে বিদ্যুতের সংযোগ বিছিন্ন করুন এবং ২মিনিট অপেক্ষা করুন। ১- এবার সিস্টেম ইউনিট খুলে বায়োস ব্যাটারি খুলুন। এবার IDE পোর্ট এবং ব্যাটারির কাছাকাছির জাম্পারটি খুলুন এবং কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার আগের মত লাগিয়ে কম্পিউটার চালু করুন।

২ মাদারবোর্ডের .Jumper ব্যবহার করেঃ কম বেশি সব মাদারবোর্ড এরই জাম্পার আছে যা সিমসের সব সেটিংস ক্লিয়ার করতে পারে বায়োস পাশওয়ার্ড

http://tanbir.99k.org

সহ। মাদারবোর্ডের ব্র্যান্ডের উপর নির্ভর করে এই জাম্পারের অবস্থান নির্ভর করে। মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল পড়ে আপনি এটা জানতে পারেন বা নেটে সার্চ দিয়ে। আর ম্যানুয়াল না থাকলে আপনি ফিজিকালি দেখেতে পারেন সিমোস ব্যাটারির আশে পাশে।
অধিকাংশ ম্যানুফেকচারার এরই CLR, CLEAR, CLEAR CMOS, ইত্যাদি দ্বারা লেভেল করে থাকে। জাম্পার খুজে পেলে সাবধানে এবং ভাল ভাবে খেয়াল করে দেখুন জাম্পারটি ৩ পিন বিশিষ্ট একটা সেটের মাঝের পিনের সাথে অন্য ডানের বা বামের পিনের সাথে কানেক্ট করা।
আপনাকে যা করতে হবে জাম্পারটি খুলে নিয়ে ঠিক মাঝের পিনের সাথে বিপরীত পিন কানেক্ট করিয়ে দিন।যেমন ১ ২ ৩ টি পিন হয়, এবং প্রথমে যদি ১ ২ কানেক্টেড থাকে পরে খুলে আপনাকে ২ ৩ কানেক্ট করিয়ে দিতে হবে। এখন কিচুক্ষনঅপেক্ষা করুন। (মিনিট খানেক) তারপর আবার আগের মত লাগিয়ে দিন। তবে অবশ্যই খেয়াল করবেন যে **পিসি খোলার পুর্বে** এবং **জাম্পার পরিবর্তনের** সময় যেন পিসির **পাওয়ায় সাপ্লাই ইউনিট বন্ধ** থাকে।

৩ .MS DOS কমান্ড ব্যবাহার করেঃ

এই পদ্ধতি কাজ করবে তখনই যখন আপনার সিষ্টেম চালু থাকবে, কারন এটা কাজ করতে হয় MS DOS এ। কমান্ড প্রম্পট ওপেন করুন ষ্টার্ট করুন START>>RUN>>**cmd**>>Enter। তারপর একে একে নিচের কমান্ড গুলো দিন।

debug
o 70 2E

T@NB!R 01738359555

o 71 FF

quit

লক্ষ্য করুনঃ এখানে প্রথম লেটারটি ইংরেজি o কেউ ভুলেও এটাকে অংক 0 মানে শূন্য মনে করবেন না। উপরের কমান্ড গুলো দেবার পরে আপনার সিষ্টেম রিষ্টার্ট দিন। কাওরন এই কমান্ডগুলো আপনার সিমোস সেটিং রেসেট করে দিবে সাথে সাথে পাশওয়ার্ড ও। আপনি যদি জানতে চান কিভাবে এটা কাজ করছে তাহলে শুনুন। এই পদ্ধতিতে আমরা MS DOS এর ডিবাগ টুলস ইউজ করি। o ক্যরেক্টারটি কমান্ডগুলোর প্রথমে বসে IO পোর্টের আউটপুট ভেলু বুঝায়। ৭০ ও ৭১ বুঝায় পোর্ট নাম্বার যা সিমোস মেমরিতে প্রবেশে ব্যবহৃত হয়। FF দ্বারা আমরা সিমোসকে বলি যে অখানে ইনভেলিড চেকসাম আছে, আর এই কমান্ডের সাথে এটাকে রেসেত করে যা বায়স পাশওয়ার্ডকেও রেসেট করে।

৪সফটওয়ার ব্যবহার করেঃ . অনেক সফটওয়ার আছে যেগুলো সিমোসের সেটিংস বা পাশওয়ার্ড অথবা দুইটাই করতে পারে মুহুর্তের মধ্যেই। কিন্তু ঐ যে উপরে উল্লেখ করেছি, এটা করতে হলে আপনাকে পিসির এদমিন একাউন্টে ঢুকে থাকতে হবে যেখান থেকে এটা উইন্ডোজের ডসে কাজ করবে। CmosPwd

৫ব্যাকডোর বায়োস পাশওয়ার্ড দিয়েঃ . অনেক মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারী কোম্পানি একটা পাশওয়ার্ড দিয়ে রাখে যা মাষ্টার পাশওয়ার্ড হিসেবে পরিচিত। এই মাষ্টার পাশওয়ার্ড শুধু মাত্র টেষ্ট ও ট্রাবলশুট করার জন্য তৈরী করা হয়। চলুন নিচে

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

থেকে জেনে নিই বেশ কিছু কোম্পানির পাশওয়ার্ড।

AMI এর বায়োস পাশওয়ার্ডঃ

A.M.I.

AAAMMMIII

AMI?SW

AMI_SW

AMI

BIOS

CONDO

HEWITT RAND

LKWPETER

MI

Oder

PASSWORD

AWARD এর বায়োস পাশওয়ার্ডঃ

01322222

589589

589721

595595

598598

ALFAROME

ALLy

aLLy

aLLY

ALLY

aPAf

_award

award

AWARD_SW

AWARD?SW

AWARD SW

AWARD PW

AWKWARD

awkward

BIOSTAR

CONCAT

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

CONDO
Condo
d8on
djonet
HLT
J64
J256
J262
j332
j322
KDD
Lkwpeter
LKWPETER
PINT
pint
SER
SKY_FOX
SYXZ
syxz
shift + syxz
TTPTHA
ZAAADA
ZBAAACA
ZJAADC
PHOENIX এর বায়োস পাশওয়ার্ডঃ
BIOS
CMOS
phoenix
PHOENIX
Misc এর কমন পাশওয়ার্ডঃ
ALFAROME
BIOSTAR
biostar
biosstar
CMOS
cmos
LKWPETER

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

lkwpeter
setup
SETUP
Syxz
Wodj
অন্যান্য ম্যানুফেকচারারের BIOS পাশওয়ার্ডঃ
Biostar – Biostar
Compaq – Compaq
Dell – Dell
Enox – xo11nE
Epox – central
Freetech – Posterie
IWill – iwill
Jetway – spooml
Packard Bell – bell9
QDI – QDI
Siemens – SKY_FOX
TMC – BIGO
Toshiba – Toshiba
VOBIS & IBM – merlin

পিসি সমস্যা, সমাধান, ধাপে ধাপে

যখন পিসিতে স্বাভাবিক কাজ করি, তখন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হলে ভালোই লাগে। কিন্তু কমপিউটার সবসময় যে স্বাভাবিক আচরণ করে, তা নয়। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন- ইন্টারনেট সার্ফিং, ডকুমেন্ট তৈরি করা এবং ই-মেইল পাঠানোর ক্ষেত্রে। যখন কমপিউটারে সব ধরনের কাজ প্রায় ধীরগতিতে চলতে থাকে, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে পারি, কমপিউটারে বিপর্যয় ঘটবে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

যদি ইন্টারনেট সংযোগের কারণে সমস্যা হয়, যা হঠাৎ করে চলমান প্রোগ্রামকে অদৃশ্য করে অথবা আপনার প্রোগ্রাম কোন সমস্যার কারণে সবধরনের কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করছে। কিন্তু কেনো করছে? এসব সমস্যার সমাধান কিভাবে নিজে নিজে করতে পারবেন, এজন্য কিভাবে এগুতে হবে তাই ধরা হয়েছে এ লেখায়। মূলত সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং যথাযথ বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইন্টারনেট, ভাইরাস এবং প্রোগ্রামসংশ্লিষ্ট যেকোনো সমস্যার কারণ নিরূপণ ও সমাধান নিজে নিজেই অনায়াসে করতে পারবেন নিচে উলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

কোনো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ না করলে, যা করতে হবে-

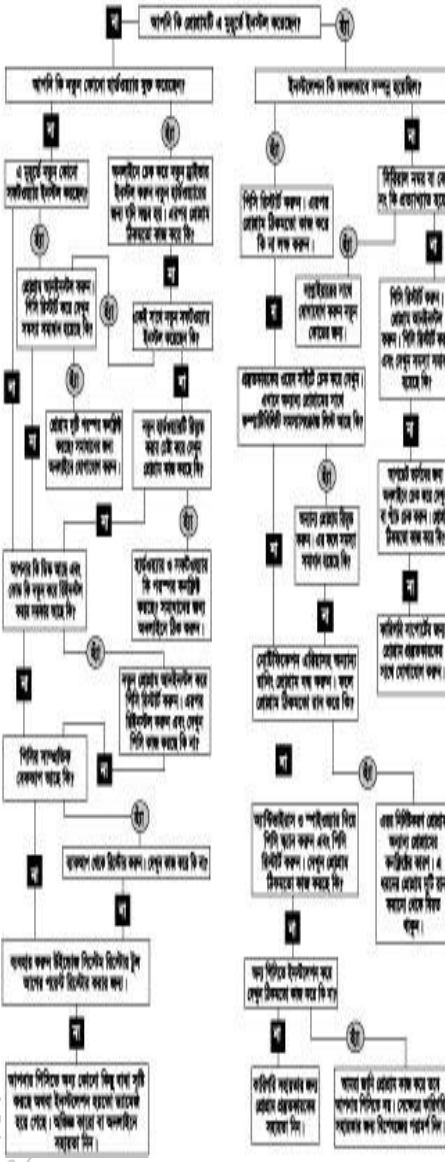
আপনি কি প্রোগ্রামটি এ মুহূর্তে ইনস্টল করেছেন?
হ্যাঁ
না
আপনি কি নতুন কোনো হার্ডওয়্যার যুক্ত করেছেন?
ইনস্টলেশন কি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল?
এ মুহূর্তে নতুন কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করেছেন?
অনলাইনে চেক করে নতুন ড্রাইভার ইনস্টল করুন নতুন হার্ডওয়্যারের জন্য দরকার হতে পারে। এরপর প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করে কি?
সিডিরোমে লেখার বা রেকর্ড করার ব্যবস্থাযুক্ত হয়েছে?
প্রোগ্রাম আনইনস্টল করুন। পিসি রিস্টার্ট করে নেতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করুন।
একই নামে নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করেছেন কি?
পিসি রিস্টার্ট করুন। প্রোগ্রাম আনইনস্টল করুন। পিসি রিস্টার্ট করুন এবং নেতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করুন।
প্রোগ্রাম যে ফাইলগুলো ব্যবহার করে সেগুলো কি ঠিকমতো আছে?
নতুন হার্ডওয়্যারটি ঠিকমত কাজ করছে কি না পরীক্ষা করুন।
নতুন হার্ডওয়্যারটি ইন্সটল করার ঠিক পরে প্রোগ্রাম কাজ করছিল কি?
আপনার কি ডিস্ক ড্রাইভ এবং সেগুলো কি নতুন করে রিইনস্টল করার দরকার আছে কি?
হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কি পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ কাজের সমাধানের জন্য অনলাইনে চেক করুন।
নতুন প্রোগ্রাম আনইনস্টল করে পিসি রিস্টার্ট করুন। এরপর ইন্টারনেট থেকে এবং নেতুন পিসি থেকে কাজ করে কি না?
প্রিন্টার সাপোর্টিড তালিকায় আছে কি?
হার্ডওয়্যারের সঙ্গে আসা সিডিতে যে ড্রাইভার আছে সেটি ইন্সটল করুন।
আপনার কম্পিউটার কি সর্বশেষ উইন্ডোজ সার্ভিস প্যাকটি ব্যবহার করছে?
আপনার সিডিতে অথবা ইন্টারনেটে যে ড্রাইভার আছে সেটি ব্যবহার করে দেখুন।
পিসি রিস্টার্ট করুন। প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করছে কি না দেখুন।
পাইরেটেড নামে তালাবোধ করুন নতুন তালার জন্য।
প্রোগ্রামটি যে ফাইলগুলো ব্যবহার করে সেগুলো কি ঠিকমতো আছে?
প্রোগ্রামটি যে সাপোর্টেড অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে চলে সেগুলোর তালিকা দেখুন।
আপনার কম্পিউটার কি সর্বশেষ উইন্ডোজ সার্ভিস প্যাকটি ব্যবহার করছে?
আপনার কম্পিউটার কি ন্যূনতম হার্ডওয়্যার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে?
আপনার কম্পিউটারে কি পর্যাপ্ত মেমরি আ

T@NB!R 01738359555

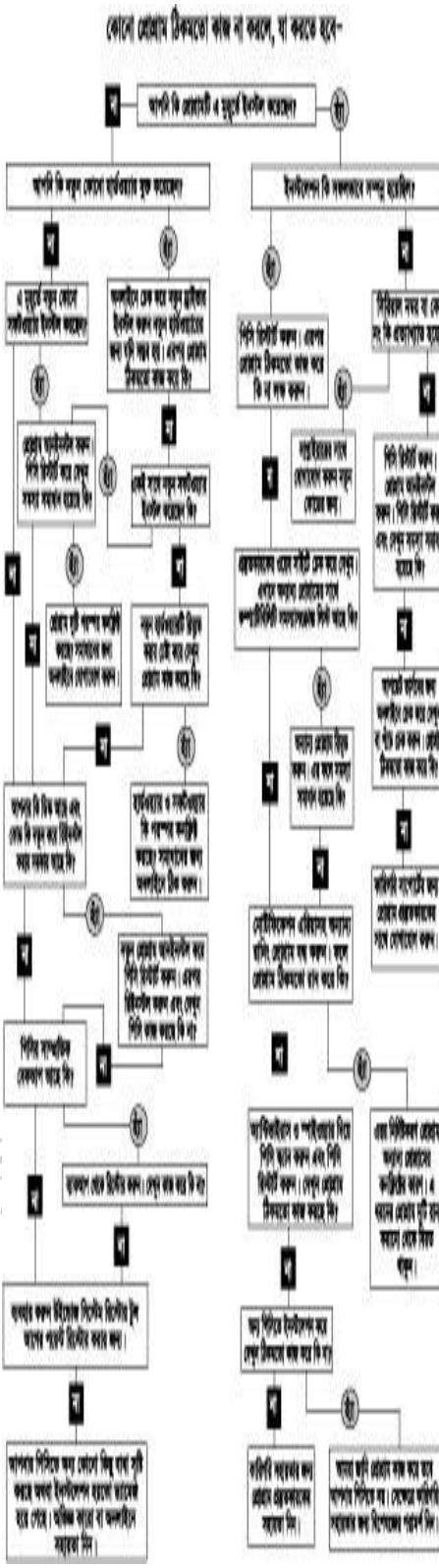
কোনো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ না করলে, যা করতে হবে-
আপনি কি প্রোগ্রামটি এ সফ্টওয়্যার ইনস্টল করেছেন?
আপনি কি নতুন কোনো হার্ডওয়্যার যুক্ত করেছেন
ইনস্টলেশন কি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল?
এ সফ্টওয়্যার নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেছে কি?
অপারেটিং সেন্স কয়ে নতুন হার্ডওয়্যার ইনস্টল করুন নতুন হার্ডওয়্যারের জন্য তৈরি করা হয়। এগুলো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করে কি?
সিডি ঢিলেটটি বের করুন। এগুলো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করে কি না দেখুন।
সিডিরোম নামের যা কোনো কিছু কি প্রোগ্রামার হারিয়েছে?
প্রোগ্রাম আনইনস্টল করুন। সিডি ঢিলেটটি ব্যবহার করে আবার ইনস্টল করুন। সিডি ঢিলেটটি ব্যবহার করে দেখুন সমস্যা সমাধান হয়েছে কি?
নতুন হার্ডওয়্যারটি ঠিকমতো কাজ করছে কি? প্রোগ্রাম কাজ করছে কি?
এখনই নতুন সফ্টওয়্যার ইনস্টল করেছেন কি?
নতুন হার্ডওয়্যার যোগ করার কারণে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে কি?
প্রোগ্রামের সাথে দেওয়া ডকুমেন্টেশন পড়ুন। এতে আপনার প্রোগ্রামের সাথে কম্পিউটারটি সমন্বয়করণ কিনা বলা আছে কি?
আপনার প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করছে কি?
প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করছে কি?
আপনার কি ঠিক আছে এমন কোনো কি নতুন কয় ডিভাইস আছে সমস্যা করছে কি?
হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার কি পরস্পর অসঙ্গতি কারণে সমাধানের জন্য অপারেটর টিম করুন।
নতুন প্রোগ্রাম আনইনস্টল করে দিয়ে ইনস্টল করুন। এগুলো ডিভাইসের কারণে এবং সেগুলো দিয়ে কাজ করছে কি না?
সেটিংসমূহ এমনভাবে অনানা হয়েছে, প্রোগ্রাম কাজ করুন। তাহলে প্রোগ্রাম ঠিকমতো হয়ে করছে কি?
সিডির ব্যবহারিক হেলপার আছে কি?
ব্যবহারকারীর ও সফ্টওয়্যার দিয়ে সিডি স্থাপন করুন এবং সিডি ইনস্টলার করুন। সেগুলো প্রোগ্রাম ঠিকমতো কাজ করছে কি?
এবার ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম অনুসরণ করুন। এ স্থানে প্রোগ্রাম দুটি হলে আবার হেলে দিয়ে থাকুন।
হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম ঠিক আছে কি না?
ব্যবহার করুন ইন্টারনেট সিস্টেমে ইনস্টলার টুল আপনি পরবর্তী ইনস্টলার করার জন্য।
আপনার সিস্টেমে কাজ করেনো কিছু বাধা সৃষ্টি করছে অথবা ইনস্টলেশন হয়েছে আরেক হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ কারো বা কম্পিউটার সহায়তা নিন।
কম্পিউটার সহায়তার জন্য প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকের সহায়তা নিন।
আবার আগে প্রোগ্রাম কাজ করে হয়ে আপনার সিস্টেমে না। সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিন।

এ কথা সত্য, কমপিউটার ও কমপিউটারসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি পণ্যের ট্রাবলশূটিংয়ের বিভিন্ন উপায় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাবলশূট করা যায় প্রায় একইভাবে বা একই নিয়মে।

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

যেমনটি মেকানিক্যাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে করা হয় কিছু লজিক প্রয়োগ করে। ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে এ লেখায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কয়েকটি সহজ ইউনিক ট্রাবলশূট গাইডসহ অ্যাডভান্সড ট্রাবলশূট গাইড, যার মাধ্যমে পেতে পারেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান।

আতঙ্কিত না হওয়া

যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেবে, তখন কোনো অবস্থায় বিচলিত বা আতঙ্কিত হওয়া উচিত হবে না। যখন কোনো প্রোগ্রাম বা ডিভাইসের চালু বা কার্যকর হবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন বাজে সেটিং দিয়ে পিসি বা ডিভাইসকে সক্রিয় করার চেষ্টা অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া কোনো কাজ তো করেই না, বরং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে।

সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু না জেনে না বুঝে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে বরং সামান্য কিছু লজিক প্রয়োগ করে সমস্যার কারণ নিরূপণের চেষ্টা করা উচিত। সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে কমপিউটার ও কমপিউটার নেটওয়ার্ককে মনে হতে পারে স্বেচ্ছাচারী হিসেবে, আসলে তা নয়। এগুলো মূলত সিঙ্গেল সেট প্রোগ্রাম করা নির্দেশাবলী মেনে চলে। সুতরাং আমরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে পারি, গতকাল যে কমপিউটারটি স্বাভাবিক নিয়মে যে কাজগুলো সম্পাদন করতে পেরেছিল কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই, আজও সেই কাজগুলো কোনো বাধা-

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

বিপত্তি ছাড়া এই কমপিউটার স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। যদি এই কমপিউটার স্বাভাবিকভাবে সেসব কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ইতোমধ্যে ওই কমপিউটারে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বলেই কমপিউটার এমন আচরণ করছে।

এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখেই আমাদেরকে প্রথমেই দেখতে হবে, কমপিউটারে সর্বশেষ কাজ করার পর সিস্টেমে বা প্রোগ্রামে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছিল কি না? কমপিউটারে নতুন কোনো হার্ডওয়্যার বা পেরিফেরাল ডিভাইস ইনস্টল করেছিলেন কি না? কিংবা কমপিউটারে নতুন কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করেছেন কি না? যদি এ ধরনের কোনো কাজ করে থাকেন, তাহলে খুব সঙ্গত কারণে ধরে নিতে পারেন, সমস্যা সৃষ্টির জন্য এটিই মূলত দায়ী। সুতরাং যে পরিবর্তন আনার জন্য এ সমস্যাটি হয়েছিল, তা আনডু করে দেখুন সমস্যাযুক্ত ডিভাইস বা প্রোগ্রামটি আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে কি না?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক সমস্যা

আপনার সিস্টেমে কোনো পরিবর্তন আনার ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন, যদি সে সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপ বা পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে, আপনার সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট সব

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইস ও প্রোগ্রাম, যা এই উদ্ভূত সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। এ বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য উদাহরণ টেনে বলা যেতে পারে, মেকানিক্যাল ডিভাইস আস্থার সাথে নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আন্তেসংযোগের ওপর এবং এসব উপাদানের মধ্যে যদি কোনো একটি ডিভাইস পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে পুরো সিস্টেম অকার্যকর হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে, কমপিউটার প্রোগ্রাম এবং নেটওয়ার্ক সিস্টেম অকার্যকর হয়ে যেতে পারে, যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে কোনো একটি সমস্যা সৃষ্টি করে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

কমপিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে কি না তা যেভাবে জানবেন-

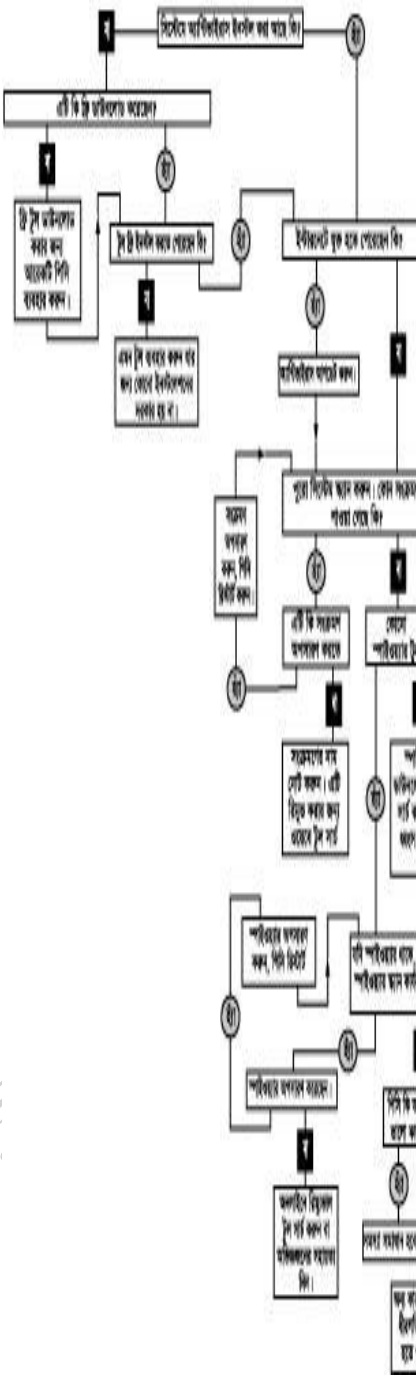
সিস্টেমে অপারেটিং ইনস্টল করা আছে কি?
এটি কি ট্রু সুল অরিজিনাল?
ট্রু সুল অরিজিনাল করার জন্য আমেরিকা সিটি ব্যবহার করুন।
ট্রু ট্রু ইনস্টল করতে পেরেছেন কি?
এখন ট্রু ব্যবহার করুন যার জন্য কোনো ইনস্টলেশন প্রয়োজন হয় না।
ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে কি?
অপারেটিং ব্যবস্থা করুন।
পুরনো সিস্টেম স্থান করুন। কোন সমস্যা পাওয়া গেছে কি?
সমস্যা সমাধান করুন, সিটি চালাতে করুন।
এটি কি সমস্যা সমাধান করছে
কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি
সফটওয়্যার বন্ধ করে দেই করুন। এটি ডিস্ক করার জন্য প্রয়োজন ট্রু সার্চ
সফটওয়্যার ডাউনলোড করুন সার্চ করুন। ও স্থান করুন।
সফটওয়্যার ব্যবহার করুন, সিটি চিহ্নিত
যদি সফটওয়্যার থাকে, তাহলে পূর্ণ সফটওয়্যার স্থান করিয়ে করুন।
সফটওয়্যার ব্যবহার করছেন।
সিটি কি আমার ডেস্ক থাকে করছে
অনলাইনে ডিভাইস ট্রু সার্চ করুন বা অফলাইনে পরামর্শ নিন।
সমস্যা সমাধান হয়
আর কোনো সিটি ইনস্টলেশন হয়ে পারে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

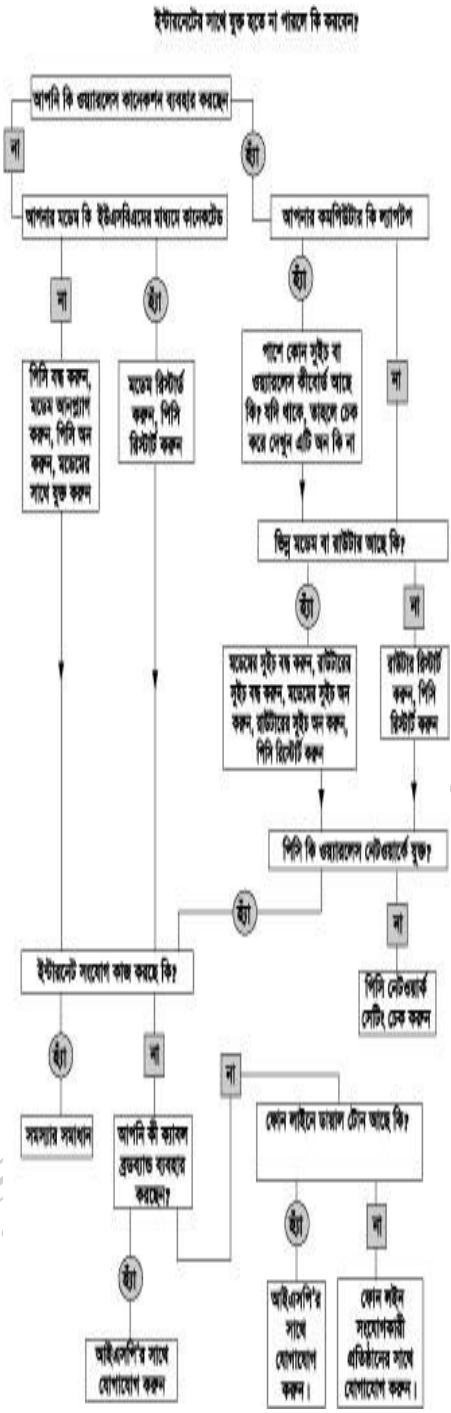
ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হচ্ছে না পারলে কি করবেন?
আপনি কি ওয়্যারলেস কানেকশন ব্যবহার করছেন
না
হ্যাঁ
আপনার মডেম কি ইউএসবি'র মাধ্যমে কানেকটেড
আপনার কমপিউটার কি ল্যাপটপ
না
হ্যাঁ
হ্যাঁ
পিসি বন্ধ করুন, মডেম আনপ্লাগ করুন, পিসি অন করুন, মডেমের সাথে যুক্ত করুন
মডেম রিস্টার্ট করুন, পিসি রিস্টার্ট করুন
পাশে কোন সুইচ বা ওয়্যারলেস কীবোর্ড আছে কি? যদি থাকে, তাহলে চেক করে দেখুন এটি অন কি না
না
ভিন্ন মডেম বা রাউটার আছে কি?
হ্যাঁ
না
মডেমের সুইচ বন্ধ করুন, রাউটারের সুইচ বন্ধ করুন, মডেমের সুইচ অন করুন, রাউটারের সুইচ অন করুন, পিসি রিস্টার্ট করুন
রাউটার রিস্টার্ট করুন, পিসি রিস্টার্ট করুন
পিসি কি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে যুক্ত?
হ্যাঁ
না
ইন্টারনেট সংযোগ কাজ করছে কি?
পিসি নেটওয়ার্ক সেটিং চেক করুন
হ্যাঁ
না
না
সমস্যার সমাধান
আপনি কী ক্যাবল ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করছেন?
ফোন লাইনে ডায়াল টোন আছে কি?
হ্যাঁ
না
হ্যাঁ
আইএসপি'র সাথে যোগাযোগ করুন
আইএসপি'র সাথে যোগাযোগ করুন।
ফোন লাইন সংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন।

কখনো কখনো কোনো কোনো সমস্যা শনাক্ত করা বেশ সহজ। উদাহরণ হিসেবে প্রিন্টার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। একটি প্রিন্টার চমৎকারভাবে কাজ করছে, যা ইউএসবি হাবের মাধ্যমে কমপিউটারের সাথে যুক্ত। কিন্তু, বর্তমানে এটি কাজ করছে না। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রথমে চেক করা উচিত,

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

যে হাবের মাধ্যমে প্রিন্টারটি সাথে যুক্ত ছিল তা ঠিক আছে কি না। এরপর দেখা উচিত, কমপিউটার এবং হাবের মধ্যে সংযোগ ঠিক আছে কি না? কোনো কোনো সিস্টেম অবশ্য একটু জটিল প্রকৃতির। ধরা যাক, আপনার সিস্টেমটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এবং এটি বর্তমানে কাজ করছে না। এক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণের জন্য প্রথমে চেক করা দরকার কমপিউটারের প্রান্তে এবং এরপর রাউটারের প্রান্তে অথবা উভয় প্রান্তে।

যদি নেটওয়ার্কিং ইক্যুইপমেন্ট নিয়ে কাজ করেন, তবে সেক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে, চেইন প্রোডাক্টের লিঙ্ককে অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পণ্য সামগ্রীকে কখনো কখনো অবশ্যই যথাযথ নিয়মে সংযক্ত থাকতে হবে। বিশেষ করে বেশিরভাগ হোম নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক ডিভাইস একটি সিঙ্গেল রাউটারের সাথে সংযুক্ত। সাধারণত প্রতিটি ডিভাইসকে রিস্টার্ট করলে সাধারণ সমস্যাগুলো ফিক্সড হয়ে যায় সচরাচর। তবে যেহেতু অন্যান্য ডিভাইস সব রাউটারের ওপর নির্ভরশীল তাদেরকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দেয়ার জন্য। সুতরাং সাধারণ সমস্যা ফিক্স করার জন্য প্রথমে রিস্টার্ট করাটা জরুরি।

যদি সাধারণ রিস্টার্টের মাধ্যমে কাজ না হয় কিংবা নেটওয়ার্ক চেইনের অর্থাৎ নেটওয়ার্কের অন্তের্গত প্রতিটি ডিভাইসকে পুনঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া না যায়,

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

তাহলে ইলিমিনেশন প্রসেস প্রয়োগ করে দেখুন। যদি সমস্যাটি হয় ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রিন্টারের, সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে চেক করে দেখতে হবে, অন্যান্য ডিভাইস যথাযথভাবে কানেক্টেড কি না। যদি সেখানে কোনো সমস্যা না থাকে অর্থাৎ সংযুক্ত ডিভাইসগুলো যথাযথভাবে সংযুক্ত থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারেন, এ সমস্যাটি মূলত হতে পারে প্রিন্টার সেটিংসংশ্লিষ্ট।

সফটওয়্যারসংশ্লিষ্ট সমস্যা ও সমাধান

হার্ডওয়্যার ডিভাইস যেভাবে খুব সহজে পরস্পরের সাথে যুক্ত অর্থাৎ ইন্টারকানেক্টেড হয়ে কাজ করতে পারে, সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তত সহজ পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ হার্ডওয়্যারের মতো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও সমস্যার কারণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক বা চেইন অংশ একই রকম হলেও নিরূপণ করা সহজ নয় বরং বেশ জটিল। একটি সফটওয়্যার যেভাবে কাজ করে, তা একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, পুরো প্রসেসে কোনো কিছুই আলাদাভাবে রান করে না।

বেশিরভাগ প্রোগ্রাম সুস্পষ্টভাবে কোনো না কোনোভাবে উইন্ডোজের ওপর নির্ভরশীল, যদি আপনি উইন্ডোজ ব্যবহারকারী হন। সুতরাং অপারেটিং সিস্টেমের কোনো ত্রুটি হয়ত আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে। যদি আপনার ব্যবহৃত বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম তার কার্যকারিতার জন্য বিশেষ কোনো পেরিফেরাল ডিভাইসের ওপর নির্ভরশীল

http://tanbir.99k.org

হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারেন সেই ডিভাইসের কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যদি পেরিফেরাল ডিভাইসটি স্ক্যানার হয়ে থাকে এবং স্ক্যানিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করলে চেক করে দেখুন অপটিক্যাল ড্রাইভ উইন্ডোজে কাজ করে কি না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হার্ডওয়্যার ডিভাইস যথাযথভাবে রান করানোর জন্য ড্রাইভার সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার কাজ করে। যদি ড্রাইভার সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে কাজ না করে, তাহলে ড্রাইভার সফটওয়্যারটি নিজেই প্রোগ্রামকে কাজ করতে বাধা দেয়।

হার্ডওয়্যারের সমস্যার সাথে সাথে সফটওয়্যারের কোন কোন অংশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা স্বতন্ত্রভাবে চেক করে দেখা উচিত। যদি প্রোগ্রাম শব্দ সৃষ্টি করে, তাহলে বুঝতে হবে এ শব্দ উইন্ডোজ সাউন্ড ড্রাইভারের সৃষ্টি। সুতরাং সাউন্ডসহ আরেকটি প্রোগ্রাম চালিয়ে দেখুন ঠিকমতো কাজ করছে কি না। যদি এটি ইন্টারনেট এক্সেসের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে ওয়েব ব্রাউজারকে চেক করে দেখুন যদি তা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকে। যদি পরীক্ষায় সমস্যা নিরূপণে ব্যর্থ হন, তাহলে ধরে নিতে পারেন অন্য কোনো প্রোগ্রাম এ সমস্যার জন্য দায়ী। সুতরাং অন্য সব প্রোগ্রাম বন্ধ করে ভাইরাস চেক করে দেখুন।

মাদারবোর্ড, সিপিইউ এবং র‍্যামের সমস্যা নিরূপণের ফ্লোচার্ট

কমপিউটারে উদ্ভূত সমস্যাগুলো যেমনি

T@NB!R 01738359555

ইন্টারনেট, ভাইরাস, ওএস বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম সংশি¬ষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি কম বেশি হয়ে থাকে মাদারবোর্ড, সিপিইউ এবং র‍্যামের কারণেও। মাদারবোর্ড, সিপিইউ ও র‍্যামের কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলো মূলত হার্ডওয়্যারসংশি¬ষ্ট এবং অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের জন্য। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য হার্ডওয়্যার পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, তা নিচে ফ্লোচার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে সহজবোধ্য করে :

প্রথমে লক্ষ করুন, স্ক্রিন সক্রিয় কি না? 'No Video Signal' এ ধরনের কোনো মেসেজ স্ক্রিনে আবির্ভূত হচ্ছে কি না? অথবা এ ধরনের কোনো মেসেজ স্ক্রিনে সক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হচ্ছে কি না খেয়াল করুন। সমস্যার কারণ নিরূপণের জন্য ন্যূনতম দরকার বায়োস স্ক্রিন।

প্রথমে সিস্টেমের পাওয়ার অন করে দেখুন তা অন হচ্ছে কী? কোনো বীপ শোনা যায় কী? হার্ডড্রাইভ ফ্যান ইত্যাদি রান করছে কি না, খেয়াল করুন। যদি পাওয়ার না আসে, তা হলে বুঝতে হবে যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে ফ্লোচার্ট অনুসরণ করে কমপিউটারের গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট যেমন সিপিইউ, র‍্যা ম, মাদারবোর্ড সমস্যার কারণ নিরূপণ করে সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিন।

Tanbir Ahmad Razib

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

Mobile No:: 01738-359555//01916-457075//
E_Mail :: tanbir_cox@yahoo.com // tanbir.cox@gmail.com
Facebook:: http://www.facebook.com/tanbir.cox (srch: Tanbir Ahmad)

Web Site :: http://tanbir.99k.org

হার্ড ডিস্ক

দেখি ব্যাটা কম্পিউটার বেশী পারে না আমি

কম্পিউটারের যে সমস্যা গুলো সব চাইতে বেশী তা হলো -

১) কম্পিউটার হঠাৎ করে খুব স্লো হয়ে গেছে
২) কম্পিউটার একটু আগেও বা

T@NB!R 01738359555

গতকাল কাজ করছিল ভালই, আজকে চালুই হচ্ছেনা

৩) হার্ড ডিস্ক শব্দ করছে খুব

৪) ডিস্ক ইরর দিচ্ছে বার বার

৫) সি ড্রাইভে জায়গা কম বলছে

৬) কোন কোন প্রোগ্রাম লোড হতে অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে বা লোডই হচ্ছেনা

৭) কম্পিউটার চলতে চলতে একটা নীল স্ক্রিন আসছে (ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ)

৮) বিনা কারনে রিষ্টার্ট হচ্ছে কম্পিউটার

৯) কম্পিউটার শাট ডাউন হচ্ছেনা

১০) ডেস্কটপ আসার পর বা কোন প্রোগ্রাম ওপেন করার পর হ্যাং করছে

এই সব সমস্যাই সরাসরি হার্ড ডিস্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত। খুব সামান্য কিছু কাজ করেই এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, এগুলো মোটামুটি সবাই করতে পারবে, কোন কম্পিউটার প্রফেশনালের কাছে ধরণা দেয়া ছাড়াই। কেবলমাত্র হার্ড ডিস্ক শব্দ করা ছাড়া অন্য কারনগুলোতে পিসির কেসিং খুলতেও হয়না। সামান্য কিছু মেইনটেনেন্স যদি করেন, প্রতিদিন তো নয়ই, সপ্তাহেও নয়, মাত্র এক মাসে একবার, তাহলেও এই সমস্যা গুলোর অনেক গুলোই এড়াতে পারবেন।

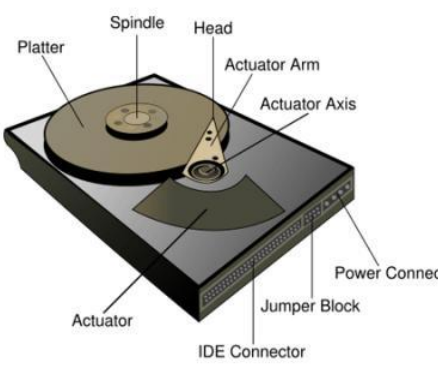

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

কম্পিউটারের বেসিক মেইনটেনেন্স এর ধারনা গুলো দেই।

১) আপনার পিসি একটি যন্ত্র, সে আপনার জন্য কাজ করে। আপনার কি বোর্ডের প্রতিটি কি প্রেস বা মাউসের প্রতিটি নড়াচড়ায় সে রেসপন্ড করে। তাই, খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও মনিটর, কি বোর্ড আর কেসিং নরম কাপড় দিয়ে নিয়মিত মুছে দেয়া ছাড়াও এর আরও কিছু যত্নের দরকার আছে।

২) পিসির মেইনটেনেন্সের বেসিক আর কমন টুল গুলো আপনার উইন্ডোজেই (মুলত সব অপারেটিং সেষ্টেমেই) দেয়া আছে, এর জন্য বাড়তি সফটয়ার ইনস্টল করার তেমন কোন দরকার নেই।

৩) বেসিক মেইনটেনেন্স করতে আপনাকে কম্পিউটার বিদ্যায় পারদর্শি হতে হবেনা। কম্পিউটার চালাতে জানলেই হবে।

৪) মেইনটেনেন্স চালু হলে আপনাকে পিসির সামনে রাত জেগে মাছি তাড়াতে হবেনা, ঘুমোবার আগে চালু করে দিয়ে ঘুমিয়ে যাবেন, মেইনটেনেন্স শেষে পিসি চালু হয়ে গেলেও যদি তা সারা রাত চালু থাকে, তাহলে পিসির কোন ক্ষতি হবেনা।

৫) মেইনটেনেন্স করার সময় বড় ধরনের কোন সমস্যা হবার সম্ভাবনা খুব কম। আপনার পিসির হার্ড ডিস্ক খুব

http://tanbir.99k.org

বেশী পুরানো, মানে ৩/৪ বছরের পুরানো না হলে চিন্তার তেমন কিছুই নেই।

৬) যতক্ষন পিসি চালু থাকে, হার্ড ডিস্কের ভেতর ডিস্কটা খুব জোরে ঘুরতে থাকে, ফলে এর ভেতরের যন্ত্রপাতি ক্ষয় হতে থাকে। তাই ৩ বছরের পুরানো হার্ড ডিস্ক বদলে ফেলা, অন্তত ব্যাক আপ হার্ড ডিস্ক কিনে ফেলাও পিসি মেইনটেনেন্সের একটা অংশ।

৭) হার্ড ডিস্ক নষ্ট হওয়ার বড় একটা কারন পাওয়ার সার্জ। বিদ্যুতের ওঠানামা, পিসি চালু অবস্থায় কারেন্ট চলে যাওয়া, পিসির কুলিং ফ্যান ঠিক ভাবে কাজ করা (হার্ড ডিস্ক বেশী গরম হয়ে গেলে), প্রয়োজনের তুলনায় কম র‍্যাম ব্যাবহার হার্ড ডিস্কের ওপর যথেষ্ট চাপ ফেলে।

৮) প্রতিবার কম্পিউটার চালু করার পর হার্ড ডিস্কে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফাইল তৈরী হয়, যা কম্পিউটার নিজে থেকে মুছতে পারেনা। সে জন্য হার্ড ডিস্কে কোন কিছু সেইভ না করলেও ডিস্ক ভরে যেতে থাকে, ফলে জায়গার অভাব দেখা দেয়। মেইনটেনেন্স করে খুব সহজেই এই অদরকারী ফাইল গুলো মুছে ফেলা যায়, ফলে পিসির সি ড্রাইভে জায়গা অনেক বেড়ে যায়।

৯) কম্পিউটারের সব প্রোগ্রাম সঠিক ভাবে চলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান হার্ড ডিস্ক স্পেস বা জায়গার দরকার হয়, সেই পরিমান জায়গা না পেলে প্রোগ্রাম গুলো ক্রাস (হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে

T@NBIR 01738359555

যাওয়া) করে বা পিসি হ্যাং করে।

১০) হার্ড ডিস্ক ইরর দেয়া মানেই ডিস্কটা বদলে ফেলতে হবে, বা উইন্ডোজ রি ইন্সটল করতে হবে - এমন নয়। অনেক সময়েই শুধু মেইনটেনেন্স করেই এই সব ইরর সারিয়ে তোলা যায়।

বেসিক মেইনটেনেন্স খুবই সোজা, ঘাবড়ে যাবার মত, বা না পারার মত কোন কিছু নয়। বর্ননার সাথে সাথে ছবি দেয়া আছে। এই পদ্ধতিটি উইন্ডোজ পিসির জন্য করা। আশা করি সবাই কাজগুলো করতে পারবেন। আর কোন প্রকার সমস্যা হলে তো আমরা আছিই।

প্রথম কাজঃ ডিস্ক ক্লিন আপ

মেইনটেনেন্সের প্রথম ধাপেই যা করতে হবে তা হলো হার্ড ডিস্কে জমে যাওয়া জঞ্জাল অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে ফেলতে হবে। এটি করার জন্য আমরা উইন্ডোজের ডিস্ক ক্লিন আপ টুলটি ব্যবহার করবো।

১) ডেস্কটপ অথবা অল প্রোগ্রামস থেকে মাই কম্পিউটারে ক্লিক করতে হবে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

তখন যে উইন্ডোটি আসবে তা অনেকটা নীচের ছবিটির মত। আপনার হার্ড ডিস্কে পার্টিশন বেশি হলে C ড্রাইভের পর D,E,F ... এভাবে আরও অনেক ড্রাইভ দেখাবে। কিন্তু আমরা শুধু C ড্রাইভটি নিয়ে কাজ করবো।

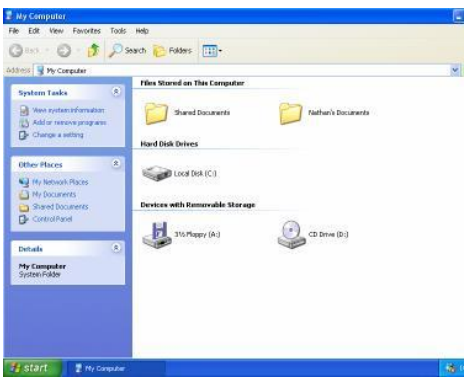

২) C ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে **Properties.** ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত একটি উইন্ডো আসবে।

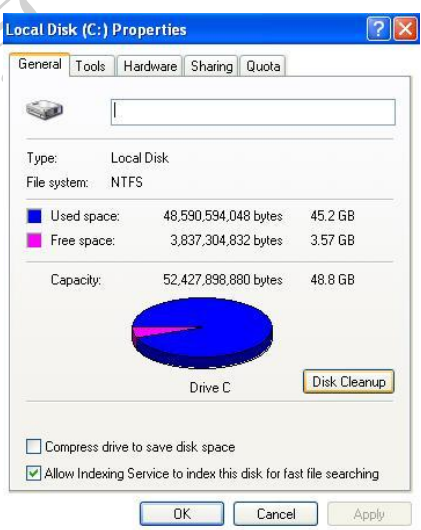

৩) উইন্ডোজের মাঝামাঝি থাকা ডিস্কের গোল ছবিটার পাশে **Disk Cleanup** লেখা বাটনটিতে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত উইন্ডো আসবে।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

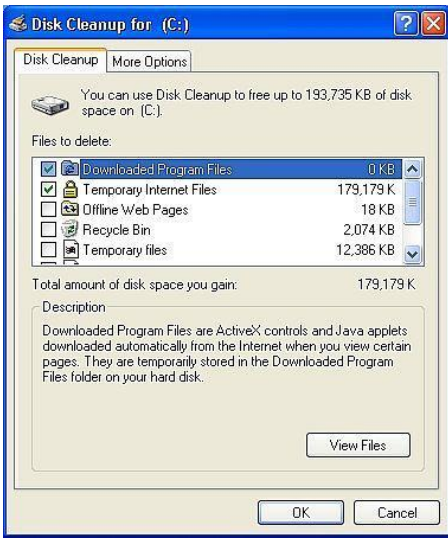

৪) **Files to Delete** এর নীচে যত গুলো চেক বক্স আছে সব গুলোতে টিক দিয়ে দিন। তারপর **Disk Cleanup** এর পাশে **More Options** ট্যাবে ক্লিক করুন, নীচের উইন্ডোটি আসবে।

৫) এই ট্যাবে তিনটা ভাগ, সব চাইতে নীচে আছে **System Restore**। এর পাশে একটা বাটন **Clean up...** ক্লিক করুন। একটা ছোট পপ আপ উইন্ডো আসবে, যার দুইটা বাটন **Delete** আর **Cancel**. এখান থেকে **Delete** এ ক্লিক করুন। খানিকটা সময় নেবে ফাইল গুলো ডিলিট করতে। হয়ে গেলে

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

একেবারে নীচে দুটি বাটন OK আর Cancel থেকে OK বাটনে ক্লিক করুন। আরেকটা পপ আপ উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে Delete Files বাটনে ক্লিক করুন। ফাইল ক্লিন আপ শুরু হবে। শেষ হয়ে গেলে ডিস্কের গোল ছবিটা সহ যে উইন্ডোটা প্রথমে খুলেছিলেন, সেটার নীচে OK লেখা বাটনে ক্লিক করুন।

ব্যস, আপনার বেসিক ক্লিনিং পার্ট শেষ। পিসি রিষ্টার্ট করুন ও স্পিডের পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। অবস্যই আগের চাইতে ভাল স্পীড পাবেন।

আপনি চাইলে এর পরের পার্টটা মাসে একবার করতেও পারেন, অথবা ২/৩ মাসে একবার করলেও চলে।

পরের কাজঃ ডিস্ক ইরোর চেক

১) C ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে Properties. ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত একটি উইন্ডো আসবে।

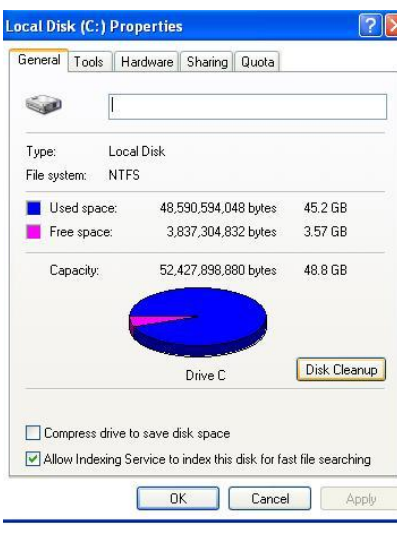

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

২) General ট্যাবের পাশ থেকে Tools ট্যাবে ক্লিক করুন। নীচের উইন্ডোটির মত উইন্ডো দেখতে পাবেন।

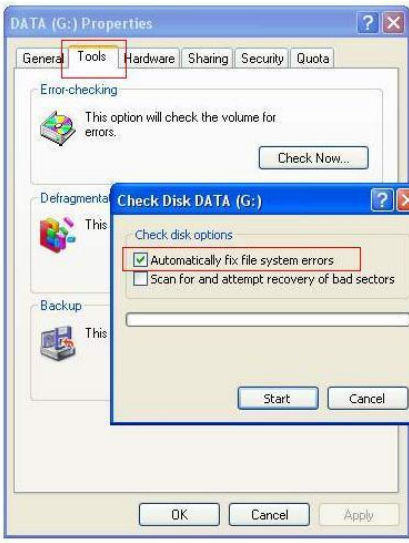

৩) এই উইন্ডোর উপরে Error-checking অপশনের ভেতর থেকে Check Now বাটনটি ক্লিক করলে দুইটি অপশন সহ ছোট উইন্ডোটি খুলবে। দুটি বক্সের টিক দিয়ে দিন। তারপর Start এ ক্লিক করুন। একটা ছোট পপ আপ উইন্ডো আসবে, যেটা বলবে যে উইন্ডোজ চাল তথাকা অবস্থায় ডিস্ক চেক করা সম্ভব না, আপনি কি ডিস্ক চেক সিডিউলড করে রাখতে চান? Schedule Disk Check বাটনে নিশ্চিন্তে ক্লিক করুন।

এবার কম্পিউটার রিষ্টার্ট করুন। চালু হবার পর ডেস্কটপ আসার আগে নীচের উইন্ডোর মত ডিস্ক চেক করতে থাকবে।

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

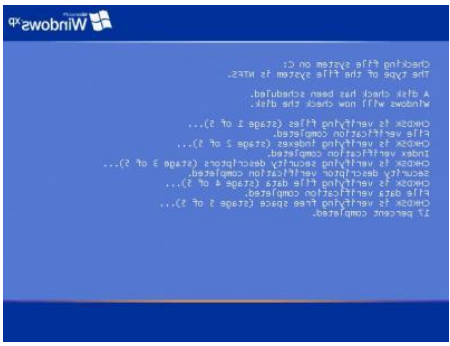

মনে রাখবেনঃ

ডিস্ক চেক সিডিউল ক্যানসেল করার জন্য আপনাকে রিষ্টার্ট করার পরেই কয়েক সেকেন্ড সময় দেবে। আপনি চাইলে - মানে কম্পিউটারে কোন জরুরী কাজ থাকলে সে সময় যে কোন কি চেপে ডিস্ক চেক ক্যানসেল করতে পারেন, কিন্তু পরের বার রিষ্টার্ট করতে গেলে আবার সিডিউল দেখাবে। কাজেই সবকাজ শেষ করে ডিস্ক চেক দেয়া উচিৎ। চেক শেষ হতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা সময়ও লাগতে পারে। কাজেই সময় বেশী লাগলে ঘুমিয়ে যেতে পারেন। ডিস্ক চেক শেষ হবার পর পিসি রিষ্টার্ট হবে। সে সময় আপনি পিসির সামনে না থাকলেও ঘন্টা খানেক পর পিসি আপনা থেকেই স্লিপ মোডে চলে যাবে।

প্রতিবার পিসি চালু হবার পর হার্ড ডিস্কে নতুন নতুন ফাইল তৈরী হয় আর পিসিতে থাকা ফাইলগুলোতে কিছু পরিবর্তন আসে। সে কারনে কোন কোন পুরানো ফাইলের আকার বেড়ে যায়, তখন কম্পিউটার সেই ফাইলটির বাড়তি

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

অংশটুকু হার্ড ডিস্কের ফাঁকা যায়গায় লিখে রাখে। লিখতে গিয়ে পাতা শেষ হয়ে গেলে আমরা যেমন পরের পাতায় চলে যাই, ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। সে কারনে পরের বার পিসি সেই বড় হয়ে যাওয়া ফাইলটা নিয়ে কাজ করতে গেলে এর বাকি অংশ গুলো খুঁজতে বাড়তি সময় ব্যায় করে, ফলাফল - আগের তুলনায় পিসি স্লো হয়ে যায় একটু। এভাবে একটু একটু করে স্লো হতে হতে এক সময় মনে হয় পিসি অনেকটাই স্লো হয়ে গেছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট টুলটার আগমন। ডিফ্রাগমেন্টের সময় কম্পিউটার ওই ফাইলটার বাড়তি টুকরো গুলো খুজে এনে আগের ফাইলের সাথে জোড়া দিয়ে দেয়, তখন কম্পিউটারকে এক একটা ফাইলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরা গুলো হার্ড ডিস্কের আনাচে কানাচে খুজে বেড়াতে হয়না, ফলে সময় বাঁচে। কম্পিউটার আবার আগের গতী ফিরে পায়।

ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট টুল ব্যাবহারঃ

১) ডেস্কটপ অথবা অল প্রোগ্রামস থেকে মাই কম্পিউটারে ক্লিক করতে হবে। তখন যে উইন্ডোটি আসবে তা অনেকটা নীচের ছবিটির মত। আপনার হার্ড ডিস্কে পার্টিশন বেশি হলে C ড্রাইভের পর D,E,F ... এভাবে আরও অনেক ড্রাইভ দেখাবে। কিন্তু আমরা শুধু C ড্রাইভটি নিয়ে কাজ করবো।

http://tanbir.99k.org

T@NBIR 01738359555

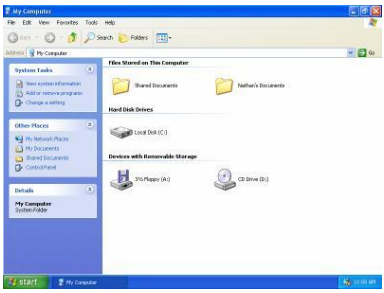

২) C ড্রাইভে রাইট ক্লিক করলে যে মেনুটি আসবে তার সব চাইতে নীচে থাকবে Properties. ওখানে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত একটি উইন্ডো আসবে।

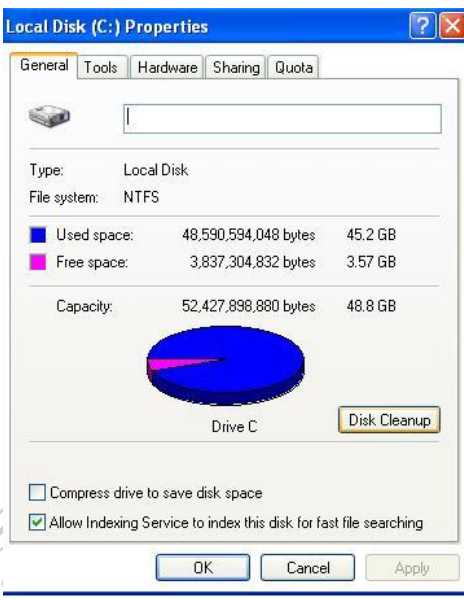

৩) General ট্যাবের পাশের ট্যাবটি হচ্ছে Tools ট্যাব, ওখানে ক্লিক করে Defragment Now বাটনে ক্লিক করুন।

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

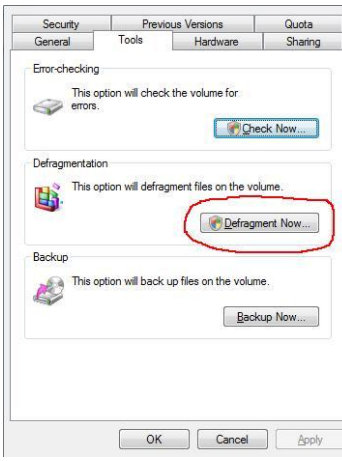

৪) নীচের ছবির মত একটু উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে Analyse বা Defragment বাটনে ক্লিক করুন, C ড্রাইভ কত খানি ফ্র্যাগমেন্টেড সেটা দেখাবে, আর কম্পিউটার নিজে থেকেই জানিয়ে দেবে যে ড্রাইভটি ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে হবে না কি।

৫) Defragmet বাটনে ক্লিক করুন, নীচের ছবির মত উইন্ডো দেখতে পাবেন। এখানে উপরে নীচে দুটি ছবিতে লাল, সবুজ ও নীল রঙ দিয়ে দেখানো থাকবে হার্ড ডিস্কের বর্তমান ও ডিফ্র্যাগমেন্টের পরের অবস্থা। লাল রঙের দাগ গুলো হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেড ফাইল, মানে একটি ফাইলের ভাঙ্গা অংশ। ডিফ্র্যাগমেন্ট শেষ হলে এই লাল দাগ গুলো অনেক কমে যাবে। বেশীর ভাগই নীল হয়ে যাবে, অল্প কিছু লাল

http://tanbir.99k.org

T@NB!R 01738359555

থাকতেও পারে, ওতে কোন সমস্যা নেই।

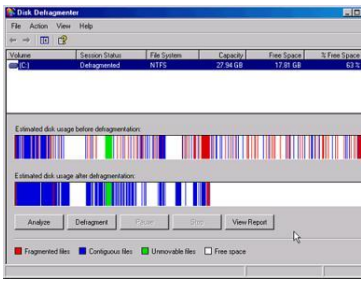

৬) প্রথম বার ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে ঘন্টা খানেক সময় লাগতে পারে। ডিফ্র্যাগমেন্ট শেষ হলে পিসি রিষ্টার্ট করুন। দেখবেন আগের চাইতে ভাল স্পিড পাচ্ছেন, প্রোগ্রাম দ্রুত লোড হচ্ছে।

BIOS Password ভুলে গেলে আপনার করণীয়

বায়োস পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারকে অনাক্ষাংখীত ব্যবহার থেকে রক্ষা করতে পারি। বায়োসে দুই ধরনের পাসওয়ার্ড সেট করা যায়। এক ধরনের পাসওয়ার্ড হল পাওয়ার অন করার পর পাসওয়ার্ড চাইবে, সঠিক পাসওয়ার্ড দিতে ব্যার্থ হলে কম্পিউটার চালু হবে না। এবং অন্য ধরনের পাসওয়ার্ড হল কম্পিউটার অন হবে কিন্তু বায়োস সেটিংসে ঢুকতে গেলে পাসওয়ার্ড চাইবে। অনেক সময় দেখা যায়, ব্যবহারকারী বায়োস পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন তাই কম্পিউটার অন করতে পারছেন না। অথবা কারো কাছ থেকে ব্যবহৃত কম্পিউটার কিনেছেন বায়োস সেটিংসে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন

http://tanbir.99k.org

পাসওয়ার্ড চাইছে। এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে বায়োস পাসওয়ার্ড বাইপাস বা রিসেট করার প্রয়োজন হয়। নিচের তিন পদ্ধতিতে আপনি এই কাজটি করতে পারেন।

১. বায়োস ব্যাটারী খুলে:

মাদারবোর্ডে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন একটা চ্যাপ্টা ব্যাটারী লাগানো আছে। এই ধরনের ব্যাটারী হাতঘড়িতে ও ব্যবহার করা হয়। সাবধানে ব্যাটারীটি খুলে ফেলুন(অবশ্যই কম্পিউটার বন্ধ অবস্থায়)। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর ব্যাটারীটি লাগিয়ে কম্পিউটার চালু করুন। পাসওয়ার্ড মুছে যাওয়ার কথা। তবে কিছু মাদারবোর্ডে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় পাওয়ার ব্যাকআপ রাখার জন্য। এই ধরনের মাদারবোর্ডে ১০/১৫ মিনিটে কাজ হবে না। অন্তত ২৪ ঘন্টার জন্য ব্যাটারীটি খুলে রাখুন। পাসওয়ার্ড মুছে যাবে। কিছু কিছু মাদারবোর্ডে ব্যাটারীটি সোল্ডার করা থাকে। এক্ষেত্রে সোল্ডারিংয়ের অভীজ্ঞতা না থাকলে অভীজ্ঞ কাউকে দিয়ে ব্যাটারীটি খুলিয়ে নিন। শেষ কথা হল, আধুনিক কিছু কিছু মাদারবোর্ডে বিশেষ করে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের ব্যাটারী খুলে কাজ হয় না। এই ধরনের মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে পরবর্তী পদ্ধতিগুলো চেষ্টা করুন।

২. জাম্পার অথবা DIP সুইচ এর মাধ্যমে:

অনেক মাদারবোর্ডে জাম্পার অথবা ডিপ সুইচের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড রিসেট করার ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে জাম্পার বা ডিপ

সুইচের পাশে লেখা থাকে কোন ধরনের সেটিংস দিতে হবে। মাদারবোর্ডে লেখা না থাকলে মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়া ম্যানুয়াল পড়ে অথবা মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারী কোম্পানীর ওয়েবসাইট থেকে ও জেনে নিতে পারেন।

৩. গোপন পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে:

অনেক বায়োস প্রস্তুতকারী কোম্পানী তাদের বায়োসে কিছু গোপন পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখে। এই পাসওয়ার্ড দিয়ে অন্য পাসওয়ার্ডগুলোকে বাইপাস করে চলে যাওয়া যায়। নিচে এধরনের একটা তালিকা দেওয়া হল।

Award BIOS এর জন্য:

ALFAROME, BIOSTAR, KDD, ZAAADA, ALLy, CONCAT, Lkwpeter, ZBAAACA, aLLy, CONDO, LKWPETER, ZJAAADC, aLLY, Condo, PINT, 01322222, ALLY, d8on, pint, 589589, aPAf, djonet, SER, 589721, _award, HLT, SKY_FOX, 595595, AWARD_SW, J64, SYXZ, 598598, AWARD?SW, J256, syxz, AWARD SW, J262, shift + syxz, AWARD PW, j332, TTPTHA, AWKWARD, j322, awkward ইত্যাদি।

AMI BIOS এর জন্য:

AMI, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, CONDO ইত্যাদি।

Phoenix BIOS এর জন্য:

phoenix, PHOENIX, CMOS, BIOS ইত্যাদি।

কিছু কমন পাসওয়ার্ড:

ALFAROME, BIOSTAR, biostar, biosstar, CMOS, cmos,

LKWPETER, lkwpeter, setup, SETUP, Syxz, Wodj ইত্যাদি।

অন্যান্য কোম্পানীর BIOS Password:

কোম্পানী = = পাসওয়ার্ড

VOBIS & IBM = = merlin

Dell = = Dell

Biostar = = Biostar

Compaq = = Compaq

Enox = = xo11nE

Epox = = central

Freetech = = Posterie

IWill = = iwill

Jetway = = spooml

Packard Bell = = bell9

QDI = = QDI

Siemens = = SKY_FOX

TMC = = BIGO

Toshiba = = Toshiba

Toshiba = = BIOS

বেশিরভাগ Toshiba Laptop এবং কিছু Desktop এ বুট হওয়ার সময় কিবোর্ডের বাম পাশের Shift কী চেপে ধরে রাখলে ও বায়োস পাসওয়ার্ড বাইপাস করা যায়।

পিসি বুট হবার সময় খুব দ্রুত মাউসের বাটন দুটি চাপতে থাকলে IBM Aptiva BIOS এর পাসওয়ার্ড বাইপাস করা যায়।

কম্পিউটারের ফ্রি টিপস

দৈনন্দিন কম্পিউটার পরিচালনায় আমরা ছোটখাটো নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই। এক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের প্রয়োজনের সময় আমরা অনেক কাজই ঠিকভাবে করতে পারি না। কম্পিউটার

পরিচালনায় নিজেকে আরো দক্ষ করে তুলতে নিচের সাইটগুলো আপনাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে কম্পিউটার/তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা ভবিষ্যতে কাজ করতে আগ্রহী আশা করি তাদের জন্য এ সাইটগুলো বেশ কাজে আসবে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির নানা দিক, সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে সাইটগুলোতে। সাইটগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ক্যাটাগরি অনুযায়ী টিপসগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের সুবিধামত টিপস ও টিউটোরিয়ালগুলোকে খুঁজে নিতে পারবে। বর্তমানে ইন্টারনেটে কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ও তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন ডিভাইস সমূহের উপর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অজস্র ওয়েবসাইট রয়েছে। সেগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ওয়েবসাইট এখানে দেয়া হল:

http://www.easycomputertips.com

নাম দেখেই সহজেই বোঝা যায় সাইটটিতে আছে খুব সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কীভাবে আপনার কম্পিউটার পরিচালনা করবেন সে সম্পর্কিত হাজারো টিপস। বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী টিপসগুলোকে সাজানো রয়েছে। Web and Email, Online Safety, Software, Using your PC, Featured Tips ক্যাটাগরি অনুসারে সাজানো রয়েছে টিপসগুলো। Web and Email ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ইমেইল সফটওয়্যার,

ওয়েব বেজড ইমেইল সাইটের উপর বিভিন্ন টিপস, স্প্যাম প্রতিরোধে করণীয়, ওয়েব ব্রাউজিং, ওয়েব সাইট তৈরির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য। Online Safety সেকশনটিতে রয়েছে নিরাপদে ইন্টারনেটের ব্যবহার, ফায়ারওয়ালের ব্যবহার, চিলড্রেন সেফটি, স্পাইওয়্যার, অ্যাডওয়ার এবং স্পাইটবট থেকে কীভাবে পিসিকে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কিত সামপ্রতিক তথ্য। Using Your PC সেকশনটিতে আছে পিসির দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কিত সমাধান, কুইক টিপসসহ অসংখ্য টিপস। এছাড়াও রয়েছে কম্পিউটারকে কীভাবে দ্রুতগতির করা যায় সে সম্পর্কিত কার্যকরী কিছু টিপস।

http://www.computerfreetips.com

কম্পিউটার টিপসের বিশাল এক ভান্ডার এই সাইটটি। কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা, হার্ডওয়্যার পরিচিতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমস্য সমাধানে সাইটটি অত্যন- কার্যকর। সাইটটিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কম্পিউটারের টিপসগুলোকে ভাগ করা হয়েছ। PC Buying Tips, Laptop Tips, Windows, Office, Networking, Security Alerts, IT Certification, Database Tips, PC Troubleshooting, System-Tune-Up, Registry, Internet, Cisco Router, Backup, Printing, PC Cleaning, Glossaries, Projector Tips সহ অসংখ্য টিপস। সহজ করে বলা যায় কম্পিউটার ও কম্পিউটারের

সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ডিভাইসগুলোর সমস্যা সমাধানের টেকনিকগুলো জানতে সাইটটি আপনাকে দারুণভাবে সহায়তা করবে।

http://www.computerfreetricks.com

সাইটটিতে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ট্রিকসগুলো দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে উইন্ডোজ টিপস, নেটওয়ার্কিং টিপসসহ অসংখ্য টিপস। সাইটটিতে পূর্ববর্তী মাসের টিপসগুলোর আর্কাইভও রয়েছে। ফলে যেকোনো ইউজার পূর্ববর্তী টিপসগুলো থেকে তার প্রয়োজনীয় টিপসটি খুঁজে নিতে পারবেন অনায়াসে। এছাড়াও রয়েছে টিউটরিয়াল পেজ। টিউটরিয়াল পেজগুলোতে কোনো প্রোগ্রামের বিশেষ একটা মেন্যু বা অপশন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

http://www.computerbiglab.com

নামের সাথে সাইটটির যথেষ্ট মিল রয়েছে বিশেষ করে কম্পিউটারের ট্রিকস এন্ড টিপসের ব্যাপারে। সাইটটিতে হাজার হাজার টিপসের সমারোহ। সাইটটি প্রায়ই Computer Free Tips সাইটটির মত। সাইটটিতে আছে উইন্ডোজ টিপস থেকে শুরু করে অফিস এক্সপি, উইন্ডোজ ট্রিকস, ল্যাপটপ টিপস, হার্ডওয়্যার টিপস, উইন্ডোজ ইন্সটলেশন টিপস, ইন্টারনেট টিপস, রেজিস্ট্রি টিপস, মেনটেনিং পিসি টিপস, মোবাইল টিপস, কম্পিউটার সিকিউরিটি টিপস, স্ক্যানিং টিপস এবং ব্যাকআপ টিপস সহ নানাবিধ কার্যকর

টিপস। নেটওয়ার্কিং টিপস অপশনটিতে নেটওয়ার্ক ইক্যুইপমেন্টস, ক্যাবলিং বেসিকস, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কিং-এর উপর বেসিক টিপস এবং বিভিন্ন প্রটোকল সমূহের ধারণা রয়েছে।

http://freepctech.com/pc/xp/xpindex.shtml

সাইটটিতে উইন্ডোজ এক্সপি সংক্রান্ত-যাবতীয় সব ট্রিকস পাওয়া যায়। এক কথায় উইন্ডোজ এক্সপির মোটামুটি প্রায় সব সমস্যার সমাধান রয়েছে সাইটটিতে। উইন্ডোজ এক্সপির পুরানো বিভিন্ন ডিভাইস ড্রাইভার ইন্সটলেশনের সময় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে পরিত্রাণ পেতে কিছু টিপস দেয়া রয়েছে সাইটটিতে।

http://www.mstipsandtricks.com

সাইটটিতে মাইক্রোসফট অফিসের নিত্যনতুন সব টিপস সংযোজিত রয়েছে। মাইক্রোসফট অফিসের ৯৭ ভার্সন থেকে শুরু করে মাইক্রোসফট অফিসের সর্বশেষ ভার্সনের নানাবিধ টিপস রয়েছে। মাইক্রোসফট অফিস সংক্রান্ত যেকোনো টিপস এন্ড ট্রিকস-এর জন্য সাইটটির সহায়তা নিতে পারেন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফ্ট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, একসেস, মাইক্রোসফট আউটলুক-এর শটকার্ট কীসহ ছোটখাটো অনেক টিপস রয়েছে সাইটটিতে। সাইটটিতে অফিস প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রায় প্রতিটির শটকার্ট কী দেয়া রয়েছে।

http://www.allpctips.com

নাম দেখেই সহজেই বুঝে নিতে পারেন সাইটটিতে কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা

T@NBIR 01738359555

সমাধানের উপায় ও কৌশল সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। সাইটটির ডিজাইন দেখতে সুন্দর না হলেও মোটামুটিভাবে সাইটটিতে কার্যকরী কিছু টিপস রয়েছে। সাইটটির হোম পেজে গুরুত্বপূর্ণ ২০-২৫টি টিপস রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ওয়েবসাইটের মত সাইটটির টিপসগুলোকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Software, Hardware, Internet, Technology, Windows, Email, Security & Wireless Tips ।

http://www.computertips.com

সাইটটিতে Windows System Tips, Microsoft Tips I Internet Tips এ তিনটি ক্যাটাগরিতে টিপসগুলো সাজানো রয়েছে। উইন্ডোজ সিস্টেম টিপসটিতে মূলতঃ Windows 98 Tips, Windows 95 Tips Ges Windows NT 4.0 Tips -এর গুরুত্বপূর্ণ, খুঁটিনাটি ও প্রয়োজনীয় অনেকগুলো টিপস রয়েছে।

http://www.onlinecomputertips.com

সাইটটিতে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার টার্মস, নেটওয়ার্কিং টার্মস ও ভাইরাস টার্মসসহ বেশকিছু টার্মস সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া

http://tanbir.99k.org

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)
Tanbir Ahmad Razib
Mobile No:-01738-359555//01916-457075
E-Mail:-tanbir_cox@yahoo.com //tanbir.cox@gmail.com
Facebook:-http://www.facebook.com/tanbir.cox
Search facebook: Tanbir Ahmad)
Web Site : http://tanbir.99k.org

_DO ¯\
_NOT ¯\
_FORGET\
_TO ¯\
_call! ¯ \
_And TO¯\
_Say ¯\
_Thanks¯\

Any comments and critics are welcome.

All copy right - T@NB!R